ফিলিস্তিনি ইস্যু সমাধান হলে ইসরায়েলের স্বীকৃতিতে রাজি সৌদি

সারে-জমিন

বিজেপিকা সব চোর হ্যায়: মমতা

রূপসী বাংলা

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনা

সম্পাদকীয়

জালিয়াতির অভিযোগ বিদ্যুৎ-কর্মীর বিরুদ্ধে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৭ জানুয়ারি, ২০২৪
১ মাঘ ১৪৩০
৪ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আবারও ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ শিরোপা পেলেন মেসি

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 17 ■ Daily APONZONE ■ 17 January 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

মথুরার শাহি ঈদগাহ মসজিদে সমীক্ষার উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির লাগোয়া শাহি ঈদগাহ মসজিদে আদালতরে তত্ত্বাবধানে সমীক্ষা পর্যবেক্ষণের ওপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

ওই সমীক্ষা পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছিলে, আদালতের পর্যবেক্ষণের আওতায় সেই সমীক্ষা চালাতে হবে। তার জন্য কমিশনার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই নির্দেশ স্থগিত করে দিয়েছে।

বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপংকর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সমীক্ষার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট কমিশনার নিয়োগের যে নির্দেশ দিয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। গত ১৪ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট ওই নির্দেশ জারি করেছিল। ওই কমিশনারের দায়িত্ব ছিল সমীক্ষার জন্য মসজিদ পর্যবেক্ষণ করার। মসজিদের অভ্যন্তরে মন্দির অথবা হিন্দু দেব-দেবীর কোনো নিদর্শন রয়েছে কি না, তা দেখা। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এসেছিলেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ। মন্দির কর্তৃপক্ষ ও হিন্দু পক্ষের দাবি, মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি হয়েছিল। সমীক্ষা করলেই তার প্রমাণ মিলবে। মসজিদ কমিটির পক্ষে আইনজীবী তাসমিন আহমেদির আরজি ছিল, ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইন মোতাবেক মন্দির কর্তৃপক্ষের মামলা খারিজ করার আবেদনটির মীমাংসা এখনো হয়নি। তা সত্ত্বেও হাইকোর্ট সমীক্ষার ওই নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব ওই নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হোক।

নির্দেশ খারিজ করার সময় হিন্দুদের পক্ষের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ানের উদ্দেশে বিচারপতিরা এ কথাও বলেন, স্থানীয় কমিশনার নিযুক্তির যে আবেদন করা হয়েছে তা ভাসা-ভাসা। তাঁরা বলেন, ভাসা-ভাসা আবেদন করা যায় না। উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে পেশ করতে হয়। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২৩ জানুয়ারি। বিচারপতিরা বলেন, এই বিষয়ে হাইকোর্টে যে মামলা চলছে, তা অব্যাহত থাকবে।

অযোধ্যায় রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ বিতর্কের মীমাংসা হয় সুপ্রিম কোর্টে। সেই জয়ের পর উৎসাহিত হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও সংঘ পরিবার আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে বারানসিতে কাশী বিশ্বনাথ-জ্ঞানবাপী মসজিদ ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি-শাহি ঈদগাহ মসজিদ বিতর্ককে টেনে এনেছে আদালতের আঙিনায়। জ্ঞানবাপী মসজিদের দেয়ালে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিতে পূজা-অর্চনার দাবিতে যে মামলা শুরু হয়েছিল, তা সমীক্ষা পর্যন্ত গড়িয়েছে। যদিও সেই উপাসনাস্থলের চরিত্র-সম্পর্কিত দাবি ও পাল্টা দাবির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনো হয়নি। মথুরার ক্ষেত্রেও ঘটনাপ্রবাহ সেই দিকে এগোচ্ছে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট এখনো জানাননি ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইন অনুযায়ী ওই দুই উপাসনাস্থলের চরিত্র বদল করা যাবে কি না, কিংবা সে নিয়ে আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না।

রামের জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের রেশ যাতে দেশের অন্যান্য ধর্মস্থানের ওপর না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে ১৯৯১ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ধর্মস্থান আইন প্রণয়ন করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন যে যে উপাসনালয়ের চরিত্র যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। কোনোভাবে চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না; অর্থাৎ মন্দির মন্দিরই থাকবে, মসজিদও মসজিদই।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল অযোধ্যা। কারণ, সেই মামলা তখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন ছিল। অযোধ্যা মামলার রায়দানের সময়ও সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের উল্লেখ করেছিলেন। গত বছরের ২৬ মে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মথুরার বিভিন্ন দেওয়ানি আদালত থেকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহী ঈদগাহ মসজিদ বিরোধের সমস্ত বিচারাধীন মামলা নিজের কাছে হস্তান্তর করে। মসজিদ কমিটিও সেই স্থানান্তরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি পিটিশন দায়ের করেছিল।

কাটরা কেশব দেব মন্দিরের সঙ্গে শাহী ঈদগাহ মসজিদের যে এলাকা ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলে ঘোষণা করার নির্দেশ চেয়েছে হিন্দু পক্ষ। তারা মসজিদটি অপসারণ এবং ১৩.৩৭ একর জমি পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছে।

প্রথম নজর

আরএসএস-বিজেপি ২২শের অনুষ্ঠানকে মোদির রাজনৈতিক সভায় পরিণত করেছে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার তৃতীয় দিনে, রাহুল গান্ধী ক্ষমতাসীন বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা তীব্র করেছেন। নাগাল্যান্ডের কোহিমায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি বলেন, এই যাত্রার উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারকে সমর্থন করা।

রাহুল বলেন, গত বছর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত আমাদের ভারত জোড়ো যাত্রা অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছিল। এটি ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, রাজনৈতিক আখ্যান পরিবর্তন করেছিল এবং বিজেপির বিভাজনমূলক মনোভাবের জবাব দিয়েছে। তিনি জানান, মর্মান্তিক ঘটনা, প্রাণহানি এবং সহিংসতার কারণে এবার আমরা মণিপুরকে বেছে নিয়েছি। এটা হতাশাজনক যে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফর করেননি, যা দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক।

রাহুল জোর দিয়ে বলেন, প্রথমবারের মতো ভারতের কোনও রাজ্যে কয়েক মাস ধরে সহিংসতা চলছে, তবুও প্রধানমন্ত্রী সফর করেননি।

অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে রাহুল কংগ্রেসের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, আরএসএস এবং বিজেপি ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানকে নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে।

তিনি বলেন, ২২ জানুয়ারির কর্মসূচি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। শীর্ষ হিন্দু ধর্মীয় নেতারা জানিয়েছেন, তারা এই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না। আরএসএস-বিজেপি ২২ জানুয়ারির কর্মসূচিকে নির্বাচনী রং দিয়েছে, তাই কংগ্রেস সভাপতি সেখানে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে, ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা সব ধর্মের সঙ্গে আছি।

বিজেপি জোটের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে রাহুল বলেন, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মধ্যে সবকিছু ঠিক ঠাক আছে। আসন ভাগাভাগির বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা হচ্ছে। আমরা একসঙ্গে সব সমস্যার সমাধান করতে পারি। ইন্ডিয়া জোট কার্যকরভাবে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রস্তুত।

সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা রাজ্য অতিক্রম করে নাগাল্যান্ডে প্রবেশ করায় রাহুল মণিপুরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কংগ্রেস সাংসদ আজ সকালে কোহিমায় স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। ভারত জোদো ন্যায় পদযাত্রা ১৫টি রাজ্যের ১০০টি লোকসভা কেন্দ্র অতিক্রম করে ৬,৭১৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। মুম্বাইয়ে শেষ হবে ২০ বা ২১ মার্চ।

২২ জানুয়ারি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে সম্প্রীতি মিছিল মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের পবিত্রতা অনুষ্ঠানের মধ্যে ২২ জানুয়ারি কলকাতায় সমস্ত ধর্মের মানুষের সাথে ‘সম্প্রীতির জন্য পদযাত্রার নেতৃত্ব দেবেন।

ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কালীঘাট মন্দিরে দেবী কালীর পুজো দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা ক্রসিং থেকে শোভাযাত্রা শুরু করবেন তিনি। তিনি বলেন, ‘২২ জানুয়ারি আমি কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেব। এরপর আমি সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি মিছিলে অংশ নেব। এর সঙ্গে অন্য কোনও কর্মসূচির কোনও সম্পর্ক নেই,” রাজ্য সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন। তিনি বলেন, ‘আমাকে বিভিন্ন মন্দির নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমার এই নিয়ে কোনও কিছু বলার নেই। আমি বার বার বলি ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ২২ জানুয়ারি আমি নিজে একটি মিছিল করব। প্রথমে আমি নিজে কালী মন্দিরে যাব। ওখানে সবাই যাবে না। আমি কালীঘাটে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে মিছিল করব। তৃণমূল আয়োজিত ওই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মিছিল মসজিদ, গির্জা, গুরুদুয়ারা সহ বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়গুলি অতিক্রম করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে শেষ হবে।

রাজ্যের সমস্ত জেলায় একই ধরনের সমাবেশ করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেছিলেন যে ‘প্রাণ প্রতিষ্ঠা’ বা পবিত্রতা রাজনীতিবিদদের কাজ নয়, পুরোহিতদের কাজ। তিনি বলেন, ‘প্রাণ প্রতিষ্ঠা’ করা আমাদের কাজ নয়। এটা পুরোহিতদের কাজ। আমাদের কাজ হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি করা। এদিন আবারও মমতা নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরেন সাংবাদিকদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর থেকে এক পয়সাও মাইনে নিই না। সাত সাতবার সাংসদ হলেও তার ভাতা বা পেনশন নিই না। এমনকী কোথাও গিয়ে সরকারি গেস্ট হাউজে থাকলে সেখানেও নিজের থেকে ভাড়া মেটাই। এমনকী খাবার খরচও নিজের পকেট থেকে দেই। আ তিনি যে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন না তা বোঝাতে বলেন, আমি এক বেলা খাই না, আর এক বেলা খাই। তাও ভাত খাই না, রুটিও খাই না। আমার একটা শোয়ার বিছানা আছে, এর জন্য আমি গর্বিত।

জ্ঞানবাপি মসজিদের ওজুখানা পরিষ্কারে অনুমতি শীর্ষ কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদের ‘ওজুখানা’র পুরো এলাকা পরিষ্কার করার নির্দেশ চেয়ে হিন্দু মহিলা আবেদনকারীদের করা আবেদন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট।

‘ওজুখানা’ হল জলাধার যেখানে মুসল্লিরা নামাজ পড়ার আগে অজু করেন। সুপ্রিম কোর্টে হিন্দু মহিলাদের আবেদনে ট্যাঙ্কে মৃত মাছের উপস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে এবং আশেপাশের দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারীদের আবেদন খতিয়ে দেখে বলেছে, বারাণসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তার প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ওজুখানা এলাকা পরিষ্কার করা হবে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় দুই বছর ধরে জলের ট্যাঙ্কটি সিল করে রাখা হয়েছে। ওজুখানা এমন একটি এলাকা, যেখানে মুসল্লিরা নামাজ পড়ার আগে আচার-অনুষ্ঠান ও অজু করেন।

এদিন রে শুনানি চলাকালীন জ্ঞানবাপি মসজিদ ম্যানেজমেন্ট কমিটি পুরো ওজুখানা এলাকা পরিষ্কার করার হিন্দু মহিলাদের আবেদনের বিরোধিতা করেনি। এতে বলা হয়, এটি পানির ট্যাংক পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। হিন্দু মহিলাদের আবেদনে বলা হয়েছিল যে যেহেতু শিবলিঙ্গ বিদ্যমান, যা হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এবং সমস্ত ময়লা, ময়লা, মৃত প্রাণী ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা উচিত।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১০ থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জলের ট্যাঙ্কের মাছগুলি মারা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সেই কারণে ট্যাঙ্ক থেকে খুব দুর্গন্ধ আসছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, “এই সমস্ত এলাকা অবশ্যই পরিষ্কার অবস্থায় থাকতে হবে এবং এলাকাটি (ওজুখানা) বর্তমানে মৃত মাছের মাঝখানে রয়েছে যা ভগবান শিবের ভক্তদের অনুভূতিতে আঘাত করে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

দাদার সঙ্গে রাজস্থানে গিয়ে নিখোঁজ ভাই, চিন্তায় পরিবার

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দাদার সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ ভাই।চিন্তায় পড়েছে পরিবার।নিখোঁজ তরুণের নাম মিসবাউল হক(১৬)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণরামপুর গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,২ জানুয়ারি কাকার ছেলে আজাদ আলির সঙ্গে মিসবাউল রাজস্থানে ঘুরতে যায়।গত রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ রাজস্থানের শিকর এলাকার কর্মস্থল থেকে প্রায় দুইশো মিটার দূরে এক মুদির দোকানে কিছু রেশন সামগ্রী কিনতে যায়।এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।গত তিন দিন থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে বলে খবর।নিখোঁজ তরুণের দাদা আজাদ আলি জানান,যে এলাকায় তারা থাকে সেটা ফাঁকা এলাকা।রেশন সামগ্রী কিনতে তাদেরকে দূরে যেতে হয়।রবিবার সন্ধ্যায় মিসবাউল দুইশো মিটার দূরে এক মুদির দোকানে রেশন সামগ্রী কিনতে যায়।তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে।নিখোঁজ মিসবাউল হক এর মা জাহেনুর বিবি জানান,তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে।এ ছিল ছোট ছেলে। এবার প্রথম দাদার সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গিয়েছিল।যাওয়া মাত্র ১৪ দিন হয়েছে। ছেলে কিভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

'বাংলা মোদের গর্ব' আমতায়

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: মঙ্গলবার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেতাই জয়ন্তী অ্যাথলেটিক ময়দানে "বাংলা মোদের গর্ব" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পুলক রায়। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন, হাওড়ার জেলাশাসক ডাঃ পী দীপাপ্রিয়া, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, সুকান্ত কুমার পাল, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা প্রমুখ।

কংগ্রেসের সদস্যাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়এ্যাঁ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বড়এ্যাঁয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী তথা পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। বড়এ্যাঁয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী তথা পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে । মঙ্গলবার বড়এ্যাঁ ব্লকের বড়এ্যাঁ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা চলাকালীন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি মারধরের অভিযোগ উঠে । এ বিষয়ে তৃণমূলে পঞ্চায়েত সদস্য বাসার সেখের বিরুদ্ধে বড়এ্যাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যা বানী বেগম।

জানা গেছে ওই পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যা বানী বেগম সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেই সময় তাকে প্রথমে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাসার তার প্রতিবাদ করতেই আচমকায় মহিলার উপর চড়াও হয় এবং মারধর করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী তথা পঞ্চায়েতের সদস্য বাসার শেখের বিরুদ্ধে। আক্রমনের ঘটনা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল পঞ্চায়েতের সদস্য বাসার সেখ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

অলি-গলি মে শোর হ্যায়, বিজেপিকা সব চোর হ্যায়, বড় বড় ডাকাত: মমতা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: বিজেপির বিরুদ্ধে ফের একবার সোচ্চার হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে চোর-চোর-চোর। কিন্তু ওরা সবচেয়ে বড় চোর। লোকে বলছে, অলি-গলিমে শোর হ্যায়, বিজেপিকা সব চোর হ্যায়। বড় বড় ডাকাত! বড় বড় গুণ্ডা! বড় বড় অপরাধী, এজেন্সিদের সুরক্ষায় আছে। এজেন্সিরা ওদের বাঁচাচ্ছে।'

তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মমতা সাফাই দিয়ে বলেন, আমার পাঁচটা আঙুলের মধ্যে একটা আঙুল কেটে যেতে পারে। একটা ছোট্ট ঘটনার জন্য নিশ্চয়ই সবাই খারাপ নয়। আজ পর্যন্ত আমায় যদি কেউ বলে, আমি চায়ের দোকানে চা খেয়ে এক পয়সা দিইনি, তাহলে আমি ছেড়ে দেবো।

বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিকে খারিজ করে দিয়ে মমতা বলেন, ওরা বিবৃতি দিচ্ছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি জল কে পৌঁছে দিচ্ছে? ওদের জজ্ঞেস করুন টাকা দিয়ে জমি কে কিনে দিচ্ছে? রাজ্য সরকার। রক্ষণাবেক্ষণ করছে কে? রাজ্য সরকার। আমাদের অংশ হল সব মিলিয়ে ৭৫ শতাংশ। কিন্তু আমাদের জিএসটির টাকা থেকে

ওরা দিচ্ছে মাত্র ২৫ শতাংশ। তাতে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে গেল! তিনি বলেন, সব বাড়ির লোকেরা জল পাবে। ২০২৪ সালের মধ্যে আমরা জল প্রকল্প শেষ করতে চাই। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর অথবা ২০২৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যেই কয়েক লাখ বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন সেই কর্মসূচির প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা বারবার জিজ্ঞেস করছেন মন্দির নিয়ে। আমি ২২ জানুয়ারি একটি পদযাত্রা করব। আমি প্রথমে একা গিয়ে মা কালীকে পুজো দেব। হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে আমরা একটি পদযাত্রা করব। ২২ জানুয়ারি প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে পদযাত্রা হবে।'

দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙার জন্য রাজ্যের কাছে জানিয়েছে রেল। সেই নিয়ে এবার কড়া প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বসে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমার রক্ত থাকতে, আমি দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ৮-১০টি বৈঠক করে অনেক কষ্ট করে তাঁর সরকার এই স্কাই ওয়াক বানিয়েছে। ওই এলাকায় অনেক হকার ছিলেন। তাঁদের সকলকে বুঝিয়ে, বিকল্প ব্যবস্থা করে তারপর এই স্কাই ওয়াক তৈরি করা হয়েছে। বললেন, 'এই স্কাই ওয়াক আমার হৃদয়ের একটা মণি-মুক্তোর মতো।' কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বললেন, মমতা বলেন, ''এদের ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই! হাত দিচ্ছে কোথায়? হাত দিচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে! ক'দিন বাদে বলবে কালীঘাটটা দিয়ে দাও! শুনব না। যদি আমাকে বলে নাখোদা মসজিদ ভেঙে দাও আমি থোড়াই শুনব? এগুলো আমি মানতে বাধ্য নই। মানব না। যদি ওদের কোনও রকম জট হয় সেই জট আমি দূর করব। দরকারে আমার সঙ্গে বসুন। আমি অন্য রুট দেখিয়ে দেব। রুট বদলাতে সাহায্য করব। এমন আগেও অনেক করেছি।''

দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক প্রসঙ্গে মমতা ধর্মের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তিনি বলেন, ''আমাকে এরা বলে আমি দুর্গাপুজো করতে দিই না। সরস্বতী পুজো করতে দিই না। অথচ আমার বাংলায় দুর্গাপুজো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর তকমা পেয়েছে।'' মমতা জানিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক ভাঙতে হলে ভারতীয় রেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাংলার ঐতিহ্যের কথা ভাবতে হবে। মমতার কথায়, ''দক্ষিণেশ্বর আজকের নয়। সেখানে হাত দিতে হলে বিবেকানন্দের কথা মনে করতে হবে রামৃষ্ণের কথা মনে করতে হবে। ভবতারিণী মায়ের কথা মনে করতে হবে। দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ের কোটি কোটি ভক্ত আছে। তাঁদের কথা মনে করতে হবে।'' এর পরেই মমতা দৃঢ় স্বরে আরও এক বার বলেন, ''কিছুতেই করতে দেব না।''

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কোপাই নদীর অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ হল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ।কবিগুরু রবি ঠাকুরের প্রতিবেশিনি কোপাই নদীর গহবর দখল করে চলছিল অবৈধ নির্মাণ। বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হলো। কোপায় নদীর অবৈধ নির্মাণ স্থলে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কোপাই নদী। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে আমরা কোপাই নদীকে পাই প্রতিবেশীনী হিসেবে। সেই কোপাই নদী দখল করে চলছে অবৈধ নির্মাণ কাজ। এভাবে দিনের পর দিন কোপাই নদী দখল করে নির্মাণ কাজ চললে আগামী দিনে আর নদী বলে কিছু থাকবে না। এই নদীর জলের উপর নির্ভর করে স্থানীয় মানুষজন। নদীতে গ্রীষ্মকালে জল পান করে গৃহপালিত পশু। সেই নদীর এখন দুরবস্থা। নদীতে তোলা হচ্ছে অবৈধ ভাবে বালি, মাটি। কোপাই নদীর অবৈধ নির্মাণ স্থল পরিদর্শন করে বীরভূম জেলা প্রশাসন কাজ বন্ধের নির্দেশ দিল।

শেষ হল এবছরের গঙ্গা সাগর মেলা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: শেষ হল এবছরের গঙ্গা সাগর মেলা। এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষের ভিড় প্রশাসনের হিসাবে।মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস বলেন, প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ এসেছেন গঙ্গাসাগর মেলায় এদিন পর্যন্ত।এই গঙ্গাসাগর মেলাতে দেশ বিদেশ তথা রাজ্য বহু মানুষ এসেছিল পৌষ সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে স্নান করে কপিলমনির মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরে গিয়েছে বহু তীর্থযাত্রী। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছর মেলা তে সব রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এসেছে, যা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন। আলো থেকে পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সিসিটিভি ক্যামেরা, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, কোস্টগার্ডের নিরাপত্তায় কোনরকম খামতি রাখেনি জেলা ও রাজ্য প্রশাসন।

যদিও এত সংখ্যক মানুষ এ বছর গঙ্গাসাগর মেলাতে এসেছেন তার মধ্যে তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যা সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৩ হাজার ৬৭২ জন। পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ও বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগ ১৩ হাজার ৬৫১ জন মানুষকে তাদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় উত্তর প্রদেশ বিহার এবং হরিয়ানা থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছে। সব মিলিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সমস্ত তীর্থযাত্রীদের মেলাতে আসার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে এবং আগামী বছর যাতে মেলাতে আবারও আসে তার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন রাজ্যের ক্রীড়া ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।মোটের ওপর এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া শান্তি পূর্ণ ভাবে মিটেছে গঙ্গাসাগর মেলা।

জেলা হাসপাতালে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকিউলোসিস ওয়ার্ড চালু

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালে একাধিক নতুন পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ছাড়াও এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: সুদীপ দাস, বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ সহ আরো অনেকে।

জানাগিয়েছে, বালুরঘাট হাসপাতালে এমআরআই কিয়স্ক, এডমিনিস্ট্রেটিভ ও টিবি বিল্ডিং সহ একগুচ্ছ স্কিম চালু হতে চলেছে। পাশাপাশি, একই ধরনের পরিষেবা চালু হতে চলেছে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালেও। রোগীদের উন্নত পরিষেবা দিতে তৎপর জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। সে কারণেই একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের শুভ সূচনা হতে চলেছে জেলা সদর ও মহাকুমা হাসপাতালে।

এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, "বালুরঘাট হাসপাতালে টিবি রোগী যারা ভর্তি আছেন, তাদের জন্য দশ বেডের একটি পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাধারণ চিকিৎসায় যারা সেরে উঠতে পারেন না, তাদের জন্য বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করে সুস্থ করে তুলবার জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ। বালুরঘাট সদর হাসপাতালে এই প্রথম এই ধরনের ব্যবস্থা শুরু করা হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী দিনে এখানে একটি লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করা হবে। আমরা লক্ষ্য করছি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি দিন দিন যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো উন্নত হয়ে উঠছে।

এখন বালুরঘাটে এমআরআই, সিটি স্ক্যান এর মতো নানা পরিষেবা রোগীকে দেয়া হচ্ছে। আরো হয়তো উন্নতি করতে হবে আমাদের। তবে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নতি অনেকটাই হয়েছে।"

অন্যদিকে, এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস জানান, "যক্ষ্মা রোগকে আমরা টিউবার্কিউলোসিস্ বলে থাকি। এক সময় একে রাজার অসুখ বলা হত। তার একটি বড় কারণ ছিল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিস। যেটা নানা কারণে বর্তমানে বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম কোন জেলা হাসপাতালে আমরা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিস ওয়ার্ড চালু করতে পারলাম। জেলাবাসীর চিকিৎসার জন্য এরকম ধরনের একটি পরিষেবা উপহার দিতে পেরে আমরা খুবই খুশি।"

রামপুরহাট উৎসব ২০২৪-এর সূচনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার রামপুরহাট পৌরসভার উদ্যোগে প্রদীপ প্রজ্বলন এর মাধ্যমে পৌরসভা উৎসবের শুভ সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আশীষ ব্যানার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মাহারা, কাউন্সিলর সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি মহুয়া সাহা,সমাজসেবী আব্দুর রেকিব প্রমুখ। উৎসব মঞ্চ থেকেই স্থানীয় পৌরসভা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি রামপুরহাট শারদ সম্মান-২০২৩ হিসেবে এলাকার বেশ কিছু দুর্গা পূজা কমিটিকেও পুরস্কৃত করা হয়। সেকয়েকটি আখড়ার মহরম কমিটিকেও স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। এছাড়াও রামপুরহাট উৎসব অনুষ্ঠানে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্থানাধিকারীদের ও পুরস্কৃত করা হয়।

ফের বাবু মাস্টারের রাজনৈতিক ময়দানে ফেরা নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের ভেবিয়া হরিসভার মহারাজের সঙ্গে দেখা ও সৌজন্য সাক্ষাতে যান একসময়ের বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ফিরোজ কামাল ওরফে বাবু মাস্টার।

তাকে দেখা মাত্রই রাস্তায় কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ ও বাবু মাস্টার ভক্তদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। যা রীতিমতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বসিরহাট মালঞ্চ রোড। একসময়ের বসিরহাট, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূলের দাপুটে নেতা ফিরোজ কামাল গত বিধানসভায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বিজেপি ছাড়ার পর কোনরকম রাজনৈতিক প্লাটফর্মে না থাকলেও, তার জনপ্রিয়তা যেন আরও দিন দিন বেড়েই চলেছে । হাসনাবাদ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বাবু মাস্টারকে দেখা মাত্রই উপচে পড়ছে জনতার ঢল। এ প্রসঙ্গে বাবু মাস্টারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আমি এখন কোনো রাজনৈতিক দলের আঙিনায় নেই , কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাকে যেভাবে ভালবাসে, এটাই আমার বড় পাওনা । তিনি আরো বলেন আমি যেহেতু রাজনৈতিক প্লাটফর্মের ব্যক্তি তাই আগামী দিনে নিশ্চিত কোন একটি রাজনৈতিক দলের ছায়াতলে আসবো, কিন্তু সেটা সময় বলবে। এই নিয়েই তৈরি হয়েছে জল্পনা। এখন দেখার তৃণমূল নাকি অন্য কোনো দলে যোগ দেবেন বাবু মাস্টার তা সময় কথা বলবে।

ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে বাংলায় বিভাজন করা যাবে না: কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ

ইসরাফিল বৈদ্য ● মালদা

আপনজন: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের, মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংগঠনিক সভায় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, রাজ্য জুড়ে এই শিক্ষক সংগঠনের কাজের প্রশংসা করেন।

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রহিম বক্সী বলেন, মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়নের জনজোয়ার বয়ে চলেছে, সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা সুসংঙ্ঘবদ্ধ কাজ করে চলেছে, যা প্রশংসনীয়। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে বাংলার মা মাটি মানুষের দলকে বিভাজন করতে

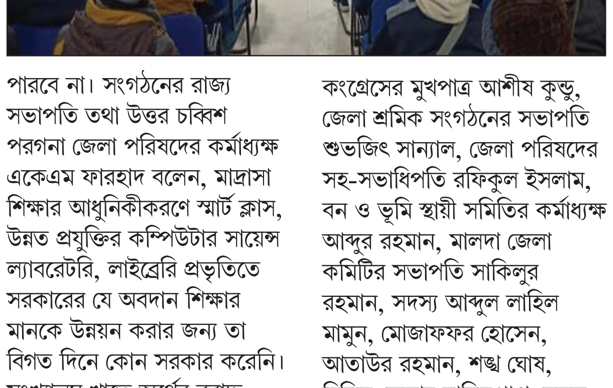

পারবে না। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে স্মার্ট ক্লাস, উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার সায়েন্স ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি প্রভৃতিতে সরকারের যে অবদান শিক্ষার মানকে উন্নয়ন করার জন্য তা বিগত দিনে কোন সরকার করেনি। সংখ্যালঘু খাতে অর্থের বরাদ্দ যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয় তা দেশের কোনও রাজ্যে নেই বলে তিনি মনে করেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জী, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশীষ কুন্ডু, জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শুভজিৎ সান্যাল, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি রফিকুল ইসলাম, বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, মালদা জেলা কমিটির সভাপতি সাকিলুর রহমান, সদস্য আব্দুল লাহিল মামুন, মোজাফফর হোসেন, আতাউর রহমান, শঙ্খ ঘোষ, বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব কুতুব আক্তার, নূরুল হক, আব্দুল বাতেন আলি,নামদার শেখ,আব্দুর সাকির, মাসুম হোসেন, মোমতাজুল হক বৈদ্য, আব্দুল খালেক খান,আনয়ারুল হক বাটনা, অমিত মন্ডল প্রমুখ।

রূপনারায়ণ নদীর জলে নৌকা চালাতে গিয়ে নিখোঁজ এক মাঝি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: সোমবার রাত্রি প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত বাড়অমৃতবেড়িয়া গ্রামের বেলতলার সন্নিকটে রূপনারায়ণ নদীর জলে নৌকা চালাতে গিয়ে মাঝি নিখোঁজ হয়ে যায়।

নিখোঁজ মাঝির নাম শিবরঞ্জন ভৌমিক (৩১)।বাড়ি বাড় অমৃতবেড়িয়া গ্রামের পূর্বপল্লিতে। নিখোঁজ হওয়া শিবরঞ্জন ভৌমিকের বাবা অভিরাম ভৌমিক সাংবাদিকদের বলেন গত রাত্রিতে আমার ছেলে আর একজন উত্তম ভৌমিক দুজনেই মিলে নৌকাকে রূপনারায়ন নদীর জলে ভাসান দিতে গিয়েছিল।কারণ নৌকাটি নিয়ে ওরা জল পথে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে থাক,ইট ভাটা গুলি থেকে ইট বুঝাই করে নিয়ে আসে।

পেটের টানে এই কাজ করে গতকাল থেকে বাড়ি ফিরেনি আমার ছেলে কি? কারনে তা জানিনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,নৌকাটিকে ভাসান দেওয়ার সময় রূপনারায়ণ নদের জোয়ারের জলের স্রোত তীব্র গতিতে ছিল। হঠাৎ নৌকার মাঝি শিবরঞ্জন ভৌমিক নোঙ্গর করতে গিয়ে কাঁছি সহ (দড়ি পাকানো) অবস্থা জড়িয়ে নদীর জলে পড়ে যায়।পড়ে যাওয়ার পর থেকেই আর সে উঠতে পারে বলে জানিয়েছেন নৌকাতে থাকা হেলপার উত্তম ভৌমিক।কিন্তু গতকাল রাত্রিতে কি কারনে দুজন নৌকাটি নিয়ে রূপনারায়ণ নদীর জলে ভাসান দিতে গিয়েছিল। তার সঠিক উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মহিষাদল থানার পুলিশ প্রশাসন গাড়ি নিয়ে নিখোঁজ হওয়া মাঝির বাড়িতে উপস্থিত হন।হেলপার উত্তম ভৌমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গাড়িতে করে থানায় নিয়ে যায়।রাত্রিতে অনেক নৌকা বেআইনিভাবে রূপনারায়ণের নদের চর থেকে সাদা বালি কাটতে যায়,তবে গত রাত্রিতে কি কারণে রূপনারায়ণ নদীর জলে ছিল। তা জানা যাচ্ছে না।গতকাল রাত্রির দুর্ঘটনার সঠিক তথ্য পুলিশি বার করতে পারবে তদন্ত করে।

প্রথম নজর

১৫ বছর বয়সে দুই গিনেস রেকর্ড এই সৌদি কিশোরীর

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নারী কলামিস্ট হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে স্থান করে নিয়েছেন সৌদি লেখক রিতাজ আল-হাজমি। এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো গিনেস রেকর্ড গড়লেন। এর আগে মাত্র ১২ বছর বয়সে একটি বইয়ের সিরিজ প্রকাশ করে প্রথমবারের মতো গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি।

সোমবার আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাংবাদিকতার জগতে পা রেখে সৌদি আরবের রূপান্তরের নিয়ে লিখেছেন রিতাজ। দেশের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন।

আরব নিউজের জন্য টানা ১০টি নিবন্ধ লেখার পর রিতাজকে দ্বিতীয়বারের মতো গিনেস বুকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। তাঁর লেখাগুলোতে সৌদি আরবের ‘ভিশন-২০৩০’ এর আওতায় বড় বড় প্রকল্পগুলোর কথা তুলে ধরা হয়েছে। সৌদি আরবের মহাকাশ কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগের মতো বিষয়গুলোও তিনি কভার করেছেন।

আরব নিউজকে সৌদি রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার কথা বলেছেন রিতাজ। তিনি বলেছেন, আমরা যে আজ অনেক উদ্যোগ এবং কর্মসূচি দেখতে পাচ্ছি, আমি বিশ্বাস করি–আগামী কয়েক বছর ধরে বিশাল অগ্রগতি দেখতে পাবো, যা নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নেবে। সম্ভাবনা হলেও এটি সমৃদ্ধিশীল অর্থনীতির নিশ্চয়তা।

আল-হাজমি মাত্র ছয় বছর বয়সে ছোট গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। পরে পরিবারের লোকেরা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে সৃজনশীল লেখার ক্লাসে ভর্তি করেন।

২০১৯ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ইংরেজি ভাষার উপন্যাস ‘ট্রেজার অব দ্য লস্ট সি’ এবং ‘পোর্টাল অফ দ্য হিডেন ওয়ার্ল্ড’ প্রকাশ করেছিলেন। ২০২১ সালে তিনি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস ‘বিয়ন্ড দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড’ প্রকাশ করেছিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখকদের কী পরামর্শ দেবেন–জানতে চাইলে আল-হাজমি বলেছেন, আপনি যদি লেখক হতে চান তবে একটি জিনিস আপনার মনে রাখা উচিত যে, আপনি যতই কষ্টের মুখোমুখি হন না কেন, আপনাকে সব সময় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। রিতাজ আরো বলেন, লেখা হলো বিশ্বের সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা এবং মতামত ভাগ করার একটি উপায়। এটি একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যার বিভিন্ন রূপ আছে। আপনার উপায়টি খুঁজুন!

গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ২৪ হাজার ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় নিহতের সংখ্যা ২৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া হামলায় আহত হয়েছেন আরো প্রায় ৬১ হাজার ফিলিস্তিনি। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় নিহত হয়েছেন ১৩২ ফিলিস্তিনি।

আনাদোলু এজেন্সি জআনিয়েছে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২৪ হাজার ১০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৬০ হাজার ৮৩৪ জন আহত হয়েছেন। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলি দখলদার (বাহিনী) গাজা উপত্যকায় পরিবারগুলোর ওপর ১২টি গণহত্যা চালিয়েছে, যার ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩২ জন নিহত এবং আরও ২৫২ জন আহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মতে, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ মানুষ ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর ইসরায়েলের বর্বর হামলায় ভূখণ্ডটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস গত রোববার বলেছেন, ‘গাজার লোকেরা নরকে বাস করছেন’ এবং সেখানে ‘কোনও স্থানই নিরাপদ নয়।

ফিলিস্তিনি ইস্যু সমাধান হলে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান বলেছেন, ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধান হলে সৌদি আরব ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক।

দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) বক্তব্য রাখতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হচ্ছে ‘সব পক্ষের’ যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে।

বিন ফারহান বলেন, ‘আমরা একমত যে আঞ্চলিক শান্তির মধ্যে ইসরায়েলের জন্য শান্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এটি কেবল ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের জন্য শান্তির মাধ্যমেই সম্ভব।

ডব্লিউইএফ-এর একটি প্যানেলে বৃহত্তর চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলকে সৌদি আরব স্বীকৃতি দিতে রাজি হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘অবশ্যই।’

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে চারটি আরব দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য আরবদের দীর্ঘদিনের দাবিকে পাশ কাটিয়ে আব্রাহাম চুক্তি নামে পরিচিত একটি চুক্তির অধীনে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়।

এরপর থেকে বাইডেন প্রশাসন মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত সৌদি আরবকে একই পথে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সৌদি আরব স্বীকৃতি দিলে অন্যান্য মুসলিম দেশও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

গাজা পরিস্থিতি ১৯৪৫ সালের বার্লিনের চেয়ে ভয়াবহ: চিলির প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি নির্বিচার বোমা হামলার শিকার গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি ১৯৪৫ সালের বার্লিন পরিস্থিতির চেয়েও ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিক। জার্মানির রাজধানী বার্লিনের পতনের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এ মন্তব্য করেন। চিলির প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজার প্রায় সব ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ১৫ লাখ অধিবাসীর রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকার ওপর ভয়াবহ আগ্রাসন চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। দখলদার সেনাদের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২৪,০০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাই নারী ও শিশু। চিলির প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছেন। এই গণহত্যা এখনই বন্ধ করতে হবে। এর আগে গত অক্টোবরের গোড়ার দিকে গাজায় ইসরায়েলি অপরাধযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর নভেম্বর মাসে তেল আবিব থেকে নিজের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছিল চিলি। সে সময় বলা হয়েছিল, পরামর্শ করার জন্য রাষ্ট্রদূতকে সান্টিয়েগোতে তলব করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জবরদখল করে ইসরায়েল নামক অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লাখ লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেন। বর্তমানে চিলিতে প্রায় পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনি বসবাস করেন। আরব দেশগুলোর বাইরে ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দানকারী বৃহত্তম দেশ চিলি। ২০১১ সালে লাতিন আমেরিকার এই দেশটি ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কারাগারে আটক নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আজ সোমবার সকালে বাংলাদেশের রাজধানীর ঢাকার শান্তিনগর এলাকায় এই বিক্ষোভ মিছিল হয়।

নোবেল বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মদীকে আরো ১৫ মাসের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: নোবেল বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মদীকে আরো ১৫ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ইরান। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিপ্লবী আদালত শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই নারীকে এই কারাদণ্ড দেয়। তিনি অবশ্য আগে থেকেই কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে তার পরিবার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ২০২১ সালের মার্চ থেকে পঞ্চমবার তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন।

সর্বশেষ বিচারে তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না এবং তার অনুপস্থিতিতেই এই রায় ঘোষণা করা হয়। নার্গেস মোহাম্মদী কয়েক দশক ধরে ইরানে মানবাধিকার নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। এই কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি দুই দশক ধরে কারাগারে ছিলেন। তাকে ১৩ বার গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মোট ৩১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত মাস কারাগারে থাকার পাশাপাশি, নতুন সাজায় মোহাম্মদীকে তেহরানের বাইরে দুই বছর নির্বাসনে থাকার আদেশ দেন আদালত। ফলে তাকে এখন কুখ্যাত এভিন কারাগার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। যেখানে তিনি বর্তমানে বন্দি রয়েছেন। রায়ে আরো বলা হয়েছে, সাজা কাটানোর পর মোহাম্মদী দুই বছরের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না। পাশাপাশি একই সময়কালের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ এবং মোবাইল ফোন রাখা তাঁর নিষিদ্ধ।

৫১ বছর বয়সী এই মানবাধিকারকর্মী অসংখ্য হুমকি এবং গ্রেপ্তার সত্ত্বেও তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন। ইরানে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি ২০২৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছেন। তাঁর সন্তানরা অক্টোবরে অসলোর সিটি হলে তাঁর হয়ে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছিল। তারা অনেক বছর ধরে তাদের মাকে দেখেনি।

ওই সময় সন্তানরা নার্গেস মোহাম্মদীর একটি বক্তৃতা পড়ে শোনায়। যেটি কারাগার থেকে পাচার করা হয়েছিল। সেখানে মোহাম্মদী ইরানের অত্যাচারী সরকারের নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি একটি কারাগারের উঁচু, ঠাণ্ডা দেয়ালের আড়াল থেকে এই বার্তাটি লিখছি। ইরানের জনগণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে দমন-পীড়ন ও কর্তৃত্ববাদকে জয় করবে। তিনি হিজাব না পরার অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে মাশা আমিনির মৃত্যুর পর গত বছর শুরু হওয়া বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করে বলেন, তরুণ ইরানিরা রাস্তা ও পাবলিক স্পেসকে ব্যাপক নাগরিক প্রতিরোধের জায়গায় রূপান্তরিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে হট এয়ার বেলুন বিধ্বস্ত, ৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য অ্যারিজোনায় হট এয়ার বেলুন বিধ্বস্তে পাইলটসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার অঙ্গরাজ্যটির ইলয় শহরের মরুভূমিতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বেলুনটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগে সেটিতে থাকা অন্য আট স্কাইডাইভার লাফ দিয়ে বেঁচে ফিরেছেন। ইউএস ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘কুবিসেক বিবি ৮৫ জেড’ নামের বেলুনটি বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। এনটিএসবি জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে প্রাথমিক পরিদর্শনে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। বেলুন ও এর ঝুড়ি অনেকটাই অক্ষত ছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ফ্লাইটের তথ্য থাকা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও একটি ভিডিও ক্যামেরা ওয়াশিংটনে এনটিএসবির সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

ইলয় পুলিশ বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, দুর্ঘটনায় পড়ার আগে স্কাইডাইভাররা তাঁদের এ স্কাইডাইভিং সফলভাবে শেষ করেছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে ট্রাম্পকে সমর্থন জানালেন রামাস্বামী

আপনজন ডেস্ক: রিপাবলিকান পার্টি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনয়নের দৌড়ে ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উদ্যোক্তা বিবেক রামাস্বামী। বিভিন্ন সমাবেশে ও বিতর্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতাদের পাশাপাশি রিপাবলিকান প্রার্থীদেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে আইওয়া রিপাবলিকান ককাসে (দলীয় সদস্যদের সম্মেলন) বাজে ফল করেছেন তিনি। বড় ব্যবধানে জিতেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হারের পরই তিনি আর দেরি করেননি; ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে দলীয় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মার্কিন রাজনীতিতে বিবেক রামাস্বামী তুলনামূলক কম পরিচিত মুখ। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করেই রিপাবলিকান পার্টি থেকে মনোনয়ন দৌড়ে নেমে পড়েন তিনি। অভিবাসন এবং ‘আমেরিকাই প্রথম’ এসব নীতির বিষয়ে তার দৃঢ় এবং যৌক্তিক মতামত রিপাবলিকান পার্টির ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বিবেকের প্রচারের কৌশলটি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতোই ছিল। ট্রাম্পের প্রচারের সুর এবং নীতিই তার প্রচারে কণ্ঠে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। রামাস্বামী মূলত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পুঁজি করতে চেয়েছিলেন, যেখানে এর আগেরবার ট্রাম্প এই কৌশলেই সহজ সাফল্য পেয়েছিলেন।

বিবেক রামাস্বামী ওহাইও অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে তার বাবা–মা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। তার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রেই। রক্ষণশীলদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং খ্যাতিই তাকে রাজনীতিতে আসতে অনুপ্রাণিত করে। পরে নিজেই ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন। অবশ্য আইওয়া ককাস ঘনিয়ে আসার সময় রিপাবলিকান মনোভাব বিবেকের প্রতিকূলে যেতে থাকে। কারণ শেষ দিনগুলোতে ট্রাম্প প্রকাশ্যেই তার নিন্দা করেন। ট্রাম্প নিজেই তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে বিবেককে ‘জালিয়াত’ হিসেবে অভিহিত করেন। ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন, ভারতীয়-মার্কিনকে একটা ভোট দেওয়া মানে ‘অন্যকে’ ভোট দেওয়া। আইওয়া ককাসে বিবেক রামাস্বামী প্রায় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়েছেন। রামাস্বামী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৯ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৯
যোহর	১১.৫২	
আসর	৩.৩৮	
মাগরিব	৫.১৯	
এশা	৬.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

জাপানে ফের দুই বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় হোকাইদো দ্বীপের নিউ চিতোস বিমানবন্দরে ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সের দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিমানে ধাক্কা দিয়েছে কোরিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) এ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, এ দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে উভয় এয়ারলাইন্সই নিশ্চিত করেছে।

এভারেস্টের বেজক্যাম্পে পৌঁছে ৪ বছরের শিশুর বিশ্বরেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের ১৭ হাজার ৫৯৮ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বেস ক্যাম্পে পৌঁছে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে মাত্র চার বছর বয়সী একটি শিশু। সংবাদমাধ্যম দ্য মেট্রো জানিয়েছে, শিশুটির নাম জারা জেড। চেক প্রজাতন্ত্র ও কানাডার যৌথ নাগরিক জারার সঙ্গে অভিযানে রয়েছে তার বাবা ইফরা জেড এবং সাত বছর বয়সী ভাই সাশা জেড।

এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে এর আগে সবচেয়ে কম বয়সে আরোহনের রেকর্ডটি ছিল প্রিশা লোকেশ নিকাজু’র। ভারতের মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বাসিন্দা ও মেয়ে শিশু প্রিশা ২০২৩ সালে মাত্র ৫ বছর বছর বয়সে এভারেস্টে উঠেছিল। সাশার বয়স এখন ৪ বছর ৫ মাস। তাদের অভিযান সফল হলে আর কিছু দিনের মধ্যেই সবচেয়ে কম বয়সে এভারেস্টে ওঠার রেকর্ডটি তার হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৯ হাজার ২৯ ফুট উঁচুতে থাকা মাউন্ট এভারেস্টে সারা বছরই ঠান্ডা আবহাওয়া থাকে এবং শীতকালে তা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যায়। তবে তীব্র ঠান্ডায় জারার কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছে তার বড় ভাই সাশা। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সাশা বলেছে, ‘ছোট্ট জারা গরম পানিতে স্নান করতে পছন্দ করে না; বরং স্নানের সময় সে ঠান্ডা পানির সঙ্গে তার বরফ কিউব চাই। তার শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো, এমনকি আমাদের দলের অন্যান্য ট্র্যাকারের চেয়েও ভালো।

চীনে ভয়াবহ তুষারধস, আটকা পড়েছে হাজারো পর্যটক

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশে ভয়াবহ তুষারধসের কারণে মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় এক হাজার পর্যটক আটকা পড়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরেই একটি প্রত্যন্ত পর্যটন গ্রামে আটকা পড়ে আছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন জানিয়েছে, কয়েক মিটার উঁচু তুষার ও অশান্ত আবহাওয়ার কারণে পর্যটকদের সরিয়ে আনার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজাখস্তান, রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তবর্তী মনোরম পর্যটন গন্তব্য হেমু গ্রামে পর্যটকরা আটকা পড়েছেন।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কয়েক দিন ধরে এখানেই আটকা পড়ে রয়েছেন তারা। গ্রামটি জিনজিয়াংয়ের আলতাই প্রিফেকচারে অবস্থিত, এখানে কিছু এলাকায় টানা ১০ দিন ধরে অনবরত তুষারপাত হচ্ছে বলে খবরে বলা হয়েছে।

ভারি তুষারপাতের কারণে আলতাই পর্বতের ভেতর দিয়ে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য কানাসের দিকে যাওয়া মহাসড়কগুলোতে বহু তুষারধস হয়েছে। এতে মহাসড়কগুলোর বিশাল অংশ তুষারের নিচে চাপা পড়ে আছে।

রোববার চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম জানিয়েছিল, কিছু পর্যটককে হেলিকপ্টারযোগে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় এ প্রক্রিয়ায়ও বিঘ্ন ঘটছে।

ফিলিস্তিনি শিশুদের রক্ষায় জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবকে সুপ্রিম কোর্টের চাইল্ড রাইটস কমিটির চিঠি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি শিশুদের রক্ষায় জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে চিঠি পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের চাইল্ড রাইটস কমিটি। কমিটির সভাপতি ও আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের স্বাক্ষরে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের গাজায় শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৪ জানুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিবকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট চাইল্ড রাইটস কমিটি চিঠি পাঠিয়েছে। প্রধান বিচারপতির নির্দেশনা অনুযায়ী এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, চিঠিতে ফিলিস্তিনের গাজার সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশনের (ইউএনসিআরসি) অনুচ্ছেদ ৩৮ (১) ও (৪) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের ফলে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট চাইল্ড রাইটস কমিটি। শিশুদের জীবন ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য, শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার অবসান, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের সূচনা, শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান এবং যথাযথ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রয়োগসহ দ্রুত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১ মাঘ ১৪৩০, ৪ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

আলোর দেখা মিলিবেই

আধুনিক জীবন মানসিক চাপে জরাজীর্ণ। বিশ্বময় এত অশান্তি এত যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে—এই সময়ের মানুষ ইহকালেই যেন নরকের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ; কিন্তু তাহার পরও কথা আছে।

কথাটি হইল—অনেক জ্ঞানী-গুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি। অর্থাত্ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। এই ঘানি বা চাপ আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা নহে। এই জন্য আধুনিক জীবনটা যেন অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো—যাহাতে অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কার্য হাসিল করা হয়; কিন্তু সেই প্রেশার কখনো-সখনো ভয়ংকর বিপদও ডাকিয়া আনে। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ যেন প্রতিদিন অস্থিরতার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে। সেই সুনামি আর অস্থিরতায় বিশ্বের সকল দেশেরই সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশও উহার বাহিরে নহে। তরুণরা যেই হেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠাও অধিক থাকে। এই জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি জরিপে দেখা গিয়াছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত ভয় ও উদ্বেগে জর্জরিত। পাশাপাশি দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও ব্যবহারে পরিবর্তনও আসিয়াছে শিক্ষার্থীদের জীবনে। ৮০ শতাংশের কাছাকাছি শিক্ষার্থী জানাইয়াছেন, তাহাদের মন খারাপ হওয়া, হঠাত্ ক্লান্তিসহ নানা জটিলতা বাড়িয়াছে। তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীই চাকুরির ক্ষেত্রে ভবিষ্যত্ ক্যারিয়ার লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই অনিশ্চয়তার কারণেও মানসিক চাপ বাড়িতেছে তাহাদের।

জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হইয়াছে। এমনকি বিখ্যাত মনীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল—সকলের পূর্বে নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি ‘সেফটি ভালব’ তৈরি হইয়া যায়, প্রেশার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, ‘যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে যে—তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন—তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেই সকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই।’ খলিল জিবরান মনে করিতেন, ‘আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে।’ এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছেন হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ‘কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।’

সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই—তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ বিভ্রান্তিমূলক ভাবনা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের ‘ভবিষ্যত্’ জানি না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি, কখনই তাহা সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং টানেলের শেষপ্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল—টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই—এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ না করিয়া হতাশ হওয়া সবচাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা। অতএব, নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আলোর দেখা মিলিবেই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

গাজায় শুধু গণহত্যা নয়, জাতিহত্যা চলছে

জেনোসাইড–লাতিন শব্দবন্ধটির দুটি অংশ; জেনোস বা জাতি ও সাইড বা হত্যা। আজ গাজায় যা ঘটছে, তা কেবল গণহত্যা নয়, জাতিহত্যা। ফিলিস্তিন (আরবি উচ্চারণে ফলাস্তিন) নামক জাতিকে আক্ষরিক অর্থে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই ইসরায়েল গাজায় ১০০ দিন ধরে নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে রয়েছে। এ ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র নাম জেনোসাইড বা জাতিহত্যা। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

জেনোসাইড–লাতিন শব্দবন্ধটির দুটি অংশ; জেনোস বা জাতি ও সাইড বা হত্যা। কখনো কখনো জেনোসাইডের বাংলা ‘গণহত্যা’ বলা হলেও সেটি সম্ভবত সঠিক অর্থান্তর নয়। একাত্তরে আমরা পাকিস্তানিদের হাতে শুধু যে গণহত্যার শিকার হয়েছিলাম, তা নয়। বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার এক গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই সেই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সে কারণে সেটি ছিল জেনোসাইড বা জাতিহত্যা। একইভাবে আজ গাজায় যা ঘটছে, তা কেবল গণহত্যা নয়, জাতিহত্যা। ফিলিস্তিন (আরবি উচ্চারণে ফলাস্তিন) নামক জাতিকে আক্ষরিক অর্থে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই ইসরায়েল গাজায় ১০০ দিন ধরে নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে রয়েছে। এ ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র নাম জেনোসাইড বা জাতিহত্যা।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) বা আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বা বিশ্ব আদালতে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জেনোসাইডের অভিযোগে এটি আইসিজের সামনে দ্বিতীয় মামলা, এর আগে গাম্বিয়া রোহিঙ্গা জাতিহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে। সে মামলা এখনো চলছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকা একা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণের অনেক দেশ, যাদের একটি বাংলাদেশ। গত সপ্তাহে মামলা শুনানির অংশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েল তাদের প্রাথমিক বক্তব্য পেশ করেছে।

৮৪ পৃষ্ঠার তথ্য-উপাত্ত

এই মামলার কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৪৮ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক জেনোসাইড কনভেনশন বা চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির হাতে সুপরিকল্পিত জাতিহত্যার অংশ হিসেবে ৬০ লাখ ইহুদি প্রাণ হারায়। এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে, এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ১৫৩টি দেশ এই চুক্তিকে তাদের জন্য আজ্ঞানুবর্তী ‘আইন’ হিসেবে মেনে নিয়েছে। অন্য কথায়, এই আইনের ভিত্তিতে আইসিজে যদি কোনো দেশের ব্যাপারে কোনো রায় দেন, সে রায়ের বাস্তবায়ন নির্দেশিত দেশসহ বিশ্ব সংস্থার সব সদস্য আইনত মেনে চলতে বাধ্য। এটি কাগজে-কলমে লেখা থাকলেও বাস্তবে অবশ্য অনেক সময়েই তা ঘটে না; কারণ, তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো প্রক্রিয়া বা হাতিয়ার আইসিজের এখতিয়ারে নেই। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আইসিজে রাশিয়াকে ইউক্রেনে তাদের যুদ্ধ থামাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাশিয়া সে রায় মানার কোনো প্রয়োজন দেখেনি। ২০০৪ সালে একই আদালত ইসরায়েলকে অধিকৃত ফিলিস্তিনে প্রতিবন্ধক দেয়াল নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইসরায়েল সে নির্দেশ আদৌ আমলে নেয়নি।

যে ৮৪ পৃষ্ঠার তথ্য-উপাত্ত দক্ষিণ আফ্রিকা তার অভিযোগের স্বপক্ষে আদালতে উপস্থিত করেছে, তা থেকে কোনো সন্দেহ থাকে না গাজায় ইসরায়েলের লক্ষ্য শুধু হামাস নয়, ফিলিস্তিন নামক জাতিকে হয় নির্মূল করা, নয়তো এই অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা। এ কথা প্রমাণ করতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী থেকে সেনা কমান্ডার পর্যন্ত বিস্তর কর্তাব্যক্তি কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছেন, প্রত্যেক গাজাবাসীকে নিশ্চিহ্ন বা বহিষ্কার না করা পর্যন্ত তাদের অভিযান থামবে না। একজন মন্ত্রী হাতে তিন আঙুল গুনে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে: পালাও, আত্মসমর্পণ করো, অথবা মরো। আরেক মন্ত্রী বলেছেন, গাজায় তাঁরা পানি, খাদ্য ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবেন। সদম্ভে বলেছেন, এদের সবাইকে মিসরের সিনাই মরুভূমিতে ঠেলে পাঠানো হবে, গাজায় নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পর্যন্ত বলেছেন, এই ‘মানবপশুদের’ নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সামরিক অভিযান বন্ধ হবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের মামলার আবেদনপত্রে এই জাতীয় বিস্তর উদ্ধৃতি অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরে বলেছে, শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য ও গৃহীত সামরিক ব্যবস্থা থেকে স্পষ্ট, গাজায় ইসরায়েল কী চায়, কী তার ‘ইন্টেন্ট’। এ কোনো আত্মরক্ষা নয়, জাতিহত্যা।

ইসরায়েলের দাবি কতটা টিকবে

জবাবে ইসরায়েল দাবি করেছে, ফিলিস্তিনিরা নয়, তারাই জাতিহত্যা হুমকির সম্মুখীন। প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে দক্ষিণ আফ্রিকা জেনোসাইড চুক্তির অপব্যবহার করছে। ইসরায়েলের এই কথায় খুব যে ওজন আছে, সে কথা জায়নবাদীরা ছাড়া আর কেউ বলবে না। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের হামলা নিন্দনীয়, কিন্তু সেটি ইহুদি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি জাতিহত্যা, এ কথা বলে পার পাওয়া কঠিন, বিশেষত নিহত মানুষের আনুপাতিক সংখ্যা ১ হাজার ২০০ বনাম প্রায় ২৪ হাজার।

একাধিক ইসরায়েলি পত্রিকা স্বীকার করেছে, এই মামলার ফলে ইসরায়েল তার অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মুখে পড়েছে। এ কথা বলার একাধিক কারণ রয়েছে। জেনোসাইড চুক্তিটির সঙ্গে ইসরায়েলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব জড়িত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত ‘হলোকাস্ট’ ব্যবহার করে এখনো তারা পশ্চিমা বিশ্বের সহানুভূতি দাবি করে থাকে। ইসরায়েল নিজেই এখন সেই জাতিহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। নিজের জন্য যে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সে দাবি করে থাকে, আইসিজের রায় তার বিরুদ্ধে গেলে তেমন দাবির আর কোনো যৌক্তিক মূল্যই থাকবে না। সে নিজে বিশ্বের মানুষের ঘৃণার সম্মুখীন হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা যে এমন মামলা করবে, তা সম্ভবত ইসরায়েলের হিসাবের বাইরে ছিল। এই মামলা যে এত দ্রুত এত অধিক সংখ্যক দেশের সমর্থন অর্জন করবে, সেটাও সে ভাবেনি। মামলা আদালতে ওঠার পর থেকেই নেতানিয়াহু তাঁর সুর পাল্টে ফেলেছেন। দুই দিন আগেও তিনি বলেছেন, গাজা থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। এখন বলছেন, গাজা দখলে রাখার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি নিজের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাবধান করে বলেছেন, তাঁরা যেন এমন কোনো কথা না বলেন, যা এই মামলায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

ইসরায়েলের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিপত্রে বলা হয়েছে, গাজায় তার অভিযান শুধু নিজের আত্মরক্ষার জন্যই করা। কোনো কোনো রাজনীতিক বা সেনাসদস্য বেফাঁসে যে কথা বলেছেন, তা রাজনৈতিক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আবেগ থেকে বলা। অথচ এ কথাগুলো যে দেশের ‘ওয়ার ক্যাবিনেট’ বা যুদ্ধমন্ত্রী সভায় বলা হয়েছে, যাঁরা বলেছেন তাঁদের মধ্যে যুদ্ধমন্ত্রী ও বিচারমন্ত্রীও রয়েছে, সে কথা ইসরায়েল বেমালুম চেপে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও অস্বস্তিকর বিষয়টি শুধু ইসরায়েলের জন্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কম অস্বস্তিকর নয়। চলতি বাইডেন প্রশাসন গোড়া থেকে আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়মের প্রতি তার গভীর আনুগত্যের কথা বারবার বলে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে যে আইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তারাই সে ব্যবস্থার আসল রক্ষক, এমন দাবিও তারা সময়-অসময় আমাদের জানিয়েছে। এই আইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার যুক্তি তুলে ধরেই ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুধু আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয়, তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলেও তারা দাবি করেছে। এখন ইসরায়েল যদি জাতিহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কারণ, গাজা অভিযান যতটা ইসরায়েলের, ঠিক ততটাই যুক্তরাষ্ট্রের। যে অস্ত্র-বারুদ-শ্বেত ফসফরাস এই হামলায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় আড়াই শ নারী-পুরুষ ও শিশু হত্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তার অধিকাংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আইনবিরুদ্ধ জেনেও বাইডেন প্রশাসন অন্তত দুবার জরুরি ভিত্তিতে ইসরায়েলে এমন সমরাস্ত্র প্রেরণ করেছে, যা মানবহত্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইসিজে রায় দিলে তা কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যাবে।

আগেই বলেছি, অনেক সময় বাস্তবায়িত না হলেও আইসিজের সিদ্ধান্ত ‘বাইন্ডিং’ বা তার বাস্তবায়ন এই আদালতের সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক। এই সিদ্ধান্ত আপিলযোগ্যও নয়। আমরা জানি খুব শিগগির এই আদালতের রায় আসবে না। আইনি প্রক্রিয়া মিটতে হয়তো দেড়-দুই বছর লেগে যাবে। কিন্তু রায় একসময় আসবে এবং যথেষ্ট আস্থার সঙ্গেই বলা যায় এই রায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যাবে। ধরে নেওয়া যাক তত দিনে এই যুদ্ধ বন্ধ হবে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলের অধিগ্রহণ বন্ধ হবে না, ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন হবে না। সে অবস্থায় ইসরায়েলকে জাতিহত্যার জন্য অভিযুক্ত করে কোনো রায় আইসিজে থেকে আসে, সঙ্গে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ তাতে যুক্ত থাকে, তাহলে সে রায় যে ইসরায়েল মানবে না, তা-ও একরকম নিশ্চিত। সে অবস্থায় এই রায় বাস্তবায়ন করার আবেদন জানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হতে পারে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র একজন স্থায়ী সদস্য, যেকোনো প্রস্তাব ‘ভেটো’ দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা তার রয়েছে। কিন্তু তেমন কিছু করার অর্থই দাঁড়াবে নিজের নৈতিক অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে বড়াই, তার শেষ আব্রুটুকু হারিয়ে ফেলা। ভাবা হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে আইসিজের রায়টি বিবেচনার জন্য পাঠানো হলে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে ভোট দানে বিরত থাকবে। তাতে নিদেনপক্ষে মুখ রক্ষা হবে, সে কথা কোনো কোনো মহলে বলা হয়েছে।

কিন্তু ইসরায়েলের কী হবে? এত দিন ‘হলোকাস্টের’ যুক্তি দেখিয়ে সে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে তার ঔপনিবেশিক অধিগ্রহণের পক্ষে সাফাই গেয়ে এসেছে। কিন্তু সে নিজেই যদি এক নতুন হলোকাস্টের রচয়িতা হয়, তাহলে কোথায় থাকবে সে সাফাই? গার্ডিয়ান মন্তব্য করেছে, ইসরায়েল হয়তো এই রায় উপেক্ষা করার চেষ্টা করবে, যেমন সে আগেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে সে হয়তো রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু আইসিজের রায়ে জাতিহত্যার তকমা তার কপালে জুটলে বিশ্বের মানুষের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান তাকে চিরকালের মতো কালিমালিপ্ত করে রাখবে। নিজের জন্য গভীর লজ্জা ও অপমান মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় তার থাকবে না। সে জন্য ইসরায়েলিরাই এই মামলাকে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি বলে ভীতি প্রকাশ করেছে।

আগেই বলেছি, আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘদিন চলবে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা আদালতের কাছে আবেদন রেখেছে, তাঁরা যেন ইসরায়েলকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও ত্রাণ প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টির নির্দেশ দেন। এক-দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই বিষয়ে আদালত তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। সে সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসরায়েল কী ব্যবস্থা নেয়, তা থেকেই বোঝা যাবে জেনোসাইড প্রশ্নে আইসিজের রায় তারা কীভাবে গ্রহণ করবে।

সৌ: প্র: আ:

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনা

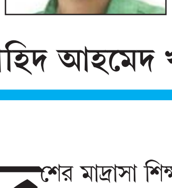

তৌহিদ আহমেদ খান

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়শই অভিযোগ করে। সম্প্রতি আসামের হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করেছে। আর এস এস তথা বিজেপি সরকারের মূল উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা। হেমন্ত সরকার তাদের মৌলিক এজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা দেশব্যাপী এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন নিয়োগের পরীক্ষায় মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের কোনোভাবেই সুযোগ দিতে চায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন সংস্থার নিয়োগের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের সময় মাদ্রাসা বোর্ডের ভূমিকা কে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা পরীক্ষার্থী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়োগের বিভিন্ন পরীক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের ও অনীহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে উঠে এসেছে মাদ্রাসার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন, মাদ্রাসার প্রশাসনিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রশ্ন যা আজও অধরা। কি হবে এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ? লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত কোন দিকে? একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর করে শিক্ষার প্রশাসনিক পরিকাঠামোর উপরে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসনিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক আর টি আই এর উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যে চলমান বিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসন ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের চিত্র নিম্নরূপ :

বিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসন
বিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসনের পরিকাঠামো ক্রমানুসারে দেওয়া হল ।
বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী
এম আই সি (মিনিস্ট্রি ইন চার্জ)
ডি এস ই (ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন)
ডি আই (ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস)
এস আই (সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস)
এইচ এম (হেড মাস্টার)

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসন
মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের পরিকাঠামো ক্রমানুসারে দেওয়া হলো।
মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রী
এম আই সি (মিনিস্ট্রি ইনচার্জ)
ডি এম ই (ডিরেক্ট্ররেট অব মাদ্রাসায় এডুকেশন)
শূন্যস্থান (পশ্চিমবঙ্গে একজনও ‘ডি আই অফ মাদ্রাসা’ নেই)
এস আই অফ মাদ্রাসা (সংখ্যায় অতি নগণ্য)
হেডমাস্টার অফ মাদ্রাসা।

বিদ্যালয় শিক্ষা-প্রশাসনের বেশিরভাগ দায়িত্ব ডি আই গন সম্পন্ন করে থাকেন। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো ডি আই না থাকায় বিদ্যালয়ের নিযুক্ত ডি আই গন মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনা করেন। যদিও তারা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আরবি পঠন পাঠনের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, ফলত বছরের পর বছর ধরে ভুগতে হয় মাদ্রাসা গুলিকে । এখন প্রশ্ন উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজ্যের বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা দুটি সম্পন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অবস্থান করে। তাহলে কেন মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের এই অসম্পূর্ণতা ? কেন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনা ? বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার চলমান কিছু সমস্যা রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

1) পশ্চিমবঙ্গের ‘মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ৬১৪ টি মাদ্রাসা, শিক্ষক ও শিক্ষিকার অভাবে অভিভাবকহীন হতে চলেছে।

2) সুপ্রিম কোর্টে একাধিকবার বর্তমান রাজ্য সরকার সংবিধানের আর্টিকেল ৩০ অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের অধিকারের ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। প্রসঙ্গত, আগামী ১৭ ই জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক 30 নং অনুচ্ছেদে অধিকারের বিষয়ে সেভেন জাজেস বেঞ্চ শুনানি করবে।

3) পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা বোর্ড ১৯২৭ সাল থেকে আজও অব্যাহত। এই বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট সাংবিধানিক পরিকাঠামো আছে। মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি কমিটি গঠন করতে হয়, যারা এই বোর্ডটি পরিচালনা করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সরকারের সময়ে একবারের জন্যও এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়নি।

4) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেকনিক্যাল এডুকেশন এর সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন বর্তমান সরকার, কিন্তু তাও আজ পর্যন্ত অধরা থেকে গিয়েছে।

5) সংখ্যালঘু কমিশন, বোর্ড, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মহল সকলে নিশ্চুপ পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকাফ সম্পত্তির খতিয়ান ও তার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে।

6) আজও পর্যন্ত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির খতিয়ান ও বিবরণ বর্তমান রাজ্য সরকার দিতে পারল না কেন?

7) উচ্চশিক্ষায় ওবিসি এ ‘র রিজার্ভেশন এর উদাসীনতা সর্বদা বিরাজমান কেন ? কেন বি সি ডাবলু ডিপার্টমেন্ট নিয়ম ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠান গুলির বিরুদ্ধে অথবা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না ?

৪) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংখ্যালঘু দপ্তর প্রতিবছর মিলনমেলা উৎসবের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। এবং এই মেলা উপলক্ষে সংখ্যালঘু দপ্তরের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকার অধিক বলে শোনা যাচ্ছে। বছরের পর বছর কেন একটি নির্দিষ্ট সংস্থা এই মেলার বরাত বা টেন্ডার পাবেন ? কতজন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ এই মেলার মাধ্যমে হয়েছে ? এইভাবে সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করা হচ্ছে কেন ?

(লেখক শিক্ষক, পালপাড়া গোবিন্দ জীউ হাই স্কুল)

প্রথম নজর

কলকাতা বইমেলায় হবে বৃক্ষ রোপণ দিবস

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: ১৮ জানুয়ারি দিয়ে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা। মেলার উদ্যোক্তার দিনদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবার প্রথম বই মেলা প্রাঙ্গনে একদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় জানান বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর কাগজের প্রয়োজন হয় তাই এবার প্রথম বই মেলা প্রাঙ্গনে একদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। তার দাবি এই উদ্যোগ এই প্রথম। বইমেলা প্রাঙ্গণে মোট ২০০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকছে। দমকল বিভাগের পক্ষ থেকেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ থাকছে। পার্কিং যাতে সঠিকভাবে হয় তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কেএমডিএ ,নগরন্নয়ন দপ্তর ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকে চিঠি দিয়ে ছুটির দিনে তাদের অফিসের সামনে পার্কিং করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সল্টলেকের বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে তারা যেন হেঁটে বা অটো কিংবা টোটো তে মেলাতে আসেন। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করবেন। সঙ্গে থাকবেন ব্রিটিশ উপরাষ্ট্র দূত আলেক্স এলিস সিএমজি। বইমেলায় শিশু দিবস ও বলিষ্ঠ নাগরিক দিবস পালন হবে। একই সঙ্গে পালন হবে থিম কান্ট্রি দিবস। বই প্রেমিকদের জন্য আর ৪৮ ঘন্টা অপেক্ষা। তারপর শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বইমেলা । এই বছর বইপ্রেমিকদের জন্য নতুন ধরনের পুস্তক নিয়ে আসা হচ্ছে।

‘খোলা হাওয়া’র শিবিরে রক্তদান করে জন্মদিন পালন সাংবাদিকের

আপনজন ডেস্ক: প্রথাগতভাবে কেক কাটা কিংবা চকলেট বিতরণের মাধ্যমে নয়, বিশেষ রক্তদান শিবির করে জন্মদিন পালন করলেন সাংবাদিক, সমাজসেবী তথা তরুণ আইনজীবী আসিফ রেজা আনসারী। মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারি তার জন্মদিন উপলক্ষে এসএসকেএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে ছিল ইন-হাউস রক্তদান শিবির। এ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘খোলা হাওয়া’র সদস্যরা এ দিন এসএসকেএম হাসপাতালে রক্তদান করেন। রক্ত দান করে সচেতনতার বার্তা দেন সবাই। এ দিনের রক্তদান সম্পর্ক আসিফ রেজা আনসারী বলেন, আমি বহুদিন ধরে রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্যের যে সমস্ত সংগঠন এই কাজ করছে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, ফলে রক্তের সংকট নিয়ে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই এই বিশেষ দিনটিকে বেছে নিয়েছি যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে নিজের বিশেষ দিনকে আরও স্মরণীয় রাখতে পারেন। শুধু আসিফ রেজা আনসারীই নয়, তার অন্যান্য বন্ধুরাও রক্তদান করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন মোসাম্মৎ মুস্তাজ আফিনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে এসে রক্তদান করেন বাদল লস্কর। হাসপাতালের চিকিৎসক, ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও অন্যান্য সকলেই আসিফ রেজা আনসারীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। রক্তদাতা প্রত্যেককেই শংসাপত্র এবং এক বছরের মধ্যে এক ইউনিট বিনামূল্যে রক্ত প্রদানের কার্ড দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
আসিফ রেজা আনসারী আরও জানান, এ দিন ছিল তার ১৫তম রক্তদান। আগামীতেও তিনিএই কাজ করবেন। আর খোলা হাওয়ার অন্যতম প্রধান জাহানারা খাতুন বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য সচেতনতা তৈরি করা।
আগামীতেও আমরা অন্য সদস্যদের জন্মদিনকে এভাবে স্মরণীয় করতে চেষ্টা করব।

সনাতন পালকে ‘সাহিত্য রত্ন’ সম্মাননা

আপনজন ডেস্ক: শনিবার কলকাতায় কৃষ্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রসাদ ও উল্টোরথ সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্য উৎসব। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহিত্যের ঘ্রাণ নিতে সেখানে হাজির হন অসংখ্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক গণ। আলোচনা এবং কবিতা পাঠে অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক তপন বন্দোপাধ্যায়, বিনতা রায় চৌধুরী এবং প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর থেকে কয়েক শো মাইল দূরত্ব পেরিয়ে উপস্থিত হন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার, সনাতন পাল। সনাতন পাল দৈনিক আপনজন সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। তার হাতেই তুলে দেওয়া হয় প্রসাদ এবং উল্টোরথের তরফ থেকে সাহিত্য রত্ন সম্মাননা। তাঁর হাতে সাহিত্য রত্ন স্মারকটি তুলে দেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনতা রায় চৌধুরী। সনাতন পাল বলেন, “ সম্মাননা পাওয়া বড় কথা নয়, একজন লেখকের কিছে বড় কথা হলো- তার লেখা পাঠকের মনে কতটা জায়গা করতে পারল। আমি মানুষের জন্য লেখি, মানুষের কথা লিখি। পাঠক ছাড়া লেখকের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি যে লেখা মানুষের কোনো কাজে লাগে না এবং সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে না, সেই লেখারও বিশেষ মূল্য থাকে না। বাংলার পাঠক গণ আমার সাথে বিগত দিনে যেমন ছিলেন ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবেন বলে আশা রাখি। আমার এই পুরস্কার শুধু আমার একার নয়- সমস্ত পাঠক গণও এর অংশীদার।”

বিলে জালিয়াতির অভিযোগ বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীর বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মানিকচকের নাজিরপুরে বিদ্যুৎ বিলে জালিয়াতির অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। হাজার হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকেরা দিলেও তা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা না দেওয়ার অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীর বিরুদ্ধে।সোমবার সেই ইকর্মীকেই নাজিরপুর এলাকায় আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার বাসিন্দারা।পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে মানিকচক থানার পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীকে। লিখিত অভিযোগ মানিকচক থানায়। জানা গেছে বিগত অক্টোবর মাসে নাজিরপুর এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুতের মিটার রিডিং করে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী গণেশ ঘোষ। মিটার রিডিংয়ের সময় যে সমস্ত পরিবারের পুরুষরা বাইরে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত বাড়ি চিহ্নিত করে সেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী। বেশ কিছুদিন পর সেই পরিবার গুলির কাছে গিয়ে তাদের বকেয়া বিল মেটানোর জন্য চাপ দেন সেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী। এমনকি বিল না দিলে তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে বলে জানায়। সেই সমস্ত পরিবার তাদের বকেয়া বিল সেই বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীদের হাতে তুলে দেন। অভিযোগ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দিলেও সেই বিলের টাকা জমা পড়েনি তাদের নামে। তারা বিদ্যুৎ দপ্তর মারফত জানতে পারে তাদের পুরনো বকেয়া বিল রয়েছে। এই খবর জানা মাত্রই নাজিরপুরের বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। নাজিরপুর এলাকায় ওই অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মী আসতেই তাকে আটক করে এলাকাবাসীরা। তাকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পিংকি মন্ডল নামে স্থানীয় গৃহবধূ জানান, বিগত বিদ্যুৎ বিল তার ১১৯৩ টাকা হয়। সেই সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী তাকে জানাই হাজার টাকা দিলেই তার বিল সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তার কথামতো তাকে টাকা দিলেও নতুন বিল আসতেই দেখা যাচ্ছে তাদের পুরনো বিল বকেয়া রয়েছে। তার টাকা আত্মসাৎ করেছি সেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী বলে অভিযোগ।

রাজার মূর্তির হাতে সিপিএমের পতাকা, তরজা রাজনৈতিক মহলে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:শহর বর্ধমানের ঐতিহাসিক কার্জনগেটের সৌন্দর্যায়ন ফেরাতে তোরণে করা হয়েছে রং। নানা রঙ্গের আলোয় আলোকিত করতে তোরনের চারিদিকে লাগানো হয়েছে রং বেরঙের আলো।বসানো হয়েছে রাজা রানীর মূর্তি।সেই রাজার মূর্তিতে রাজার হাতে সিপিএমের পতাকা দেখে তাজ্জব হলেন গোটা শহরবাসী। পাশাপাশি এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা শহরে।এই দিকে রাজার হাতে সিপিএমের পতাকার বিষয়ে তরজা শুরু হয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহলে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলির সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী বলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর এমন দৈন দশা আসেনি যে কোন একটা মূর্তির মধ্যে এই ধরনের পতাকা লাগাতে হবে। হয় কোন পাগল বা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। আমি মনে করি না যে এটার কোন গুরুত্ব আছে। ইচ্ছা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে হেয় করতে চাইছে।কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে এইভাবে হেয়ো করা যায় না। বিজেপির ২ নং নগর মন্ডলির সভাপতি দিবেন্দু চক্রবর্তী বলেন সিপিএম কংগ্রেস ভারতবর্ষের অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এই জন্য ওরা নিজেদের অস্তিত্ব মানুষ কাছে জানান দেবার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ৩৪ বছর বাংলাটাকে ভেঙেছে। বাংলার শিল্প ভেঙেছে। সেই ধারাবাহিকতা রেখেই এখনো এইভাবে এগিয়ে চলতে চাইছে। চৌত্রিশ বছরের। রাজনীতি মানুষ ভুলে যায়নি আরো ৩৪ বছর মনে রাখবে। প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য গৌরব সমাদ্দার বলেন এই ধরনের জিনিস না হওয়াই উচিত।শহরে যে সমস্ত স্থাপত্যে আছে।সেই সকল স্থাপত্যে কোনরকম রাজনৈতিক রঙ না লাগানোই উচিত। সেটা যে করুক না কেন। যেটা হয়েছে ঠিক হয়নি। এটা যারা লাগিয়েছে ভুল করছে। তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর ইন্তিকাব আলম বলেন আসলে একটা দল দেউলিয়া হয়ে গেছে। বামপন্থীদের নীতিবোধ বলতে কিছু নেই। তাদের কাছে সেরকম কোন কর্মী ও নেই। কোথায় কোন জায়গায় ফ্লাগটা লাগাতে হবে সেই কর্মীও নেই।সেই জন্য কিছু অশিক্ষিত কর্মীরাই ঘটনা ঘটিয়েছে।যদি পুনরায় এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটে তাবে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলবো। মনোতোষ সরকার এটা উচিত হয়নি। এতে পলিটিক্যাল পার্টির সম্পর্কে বাজে ধারণা সৃষ্টি হবে। রাজার সাথে কোন দলীয় পতাকা দেখে একটা বাজে বিরক্তি এবং ঘৃণাবোধ মনে হচ্ছে। খুব খারাপ লাগছে নিজের প্রতি। কমল ঘোষ মন্ডল বলেন আমাদের রুচি টা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আমরা কোথায় যাচ্ছি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আমরা ক্রমশ অধঃপতনে পৌঁছেছি। আমাদের বেসিক কালচার টাই নষ্ট হয়ে যায়। এই জিনিসটা না হলে ভালো হয়। এই জিনিসটা কোন রকমেই কাম্য নয়।

বিদায় সংবর্ধনায় শিক্ষক ছাত্র সবার চোখে জল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাইচরণ বিদ্যাপীঠ-এর শিক্ষক সঙ্গীত হালদার তাঁর সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের কর্মময় স্কুল জীবন শেষ করে অবসর নিয়েছিলেন ৩১ অক্টোবর ২০২৩ সালে। সেই সময় বিদ্যালয় ছুটি থাকায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। হালদার ছিলেন বিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক। তার বিদায় সম্বর্ধনা সভায় হাজির ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগন, ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যগণ, অসংখ্য প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী। তাদের দাবি,তিনি ছিলেন যথার্থই একজন মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী আজ শুধুমাত্র রাজ্যে বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে নেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ইত্যাদি দেশেও ছড়িয়ে রয়েছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ত্রিশঙ্কু নস্কর, যিনি এখন বিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ শিক্ষক। ভার-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাবুদ্দিন মণ্ডল বলেন, সঙ্গীত হালদারের সাথে পরিচয় ২০০১ সাল থেকে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে উনি তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন। সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্নেহময় ঘটক জানান, শ্রী হালদার প্রথমে ছিলেন তাঁর সহযাত্রী, পরে হয়ে যান সহকর্মী। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সুরজিৎ নস্কর,সলিল মুখার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী বাসবদত্তা ব্যানার্জী,অর্চনা মণ্ডল তাঁদের প্রিয় স্যারকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তবে প্রিয় শিক্ষকের বিদায়ে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

ঘরের বেড়া ভেঙে দিল ছোট ভাই

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পারিবারিক কলহের জেরে বড় দাদার ঘরের বেড়া ভেঙে দিলো ছোটো ভাই। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।অভিযোগ দায়ের হলো ধূপগুড়ি থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের পশ্চিম মাগুরমাড়ী এলাকায়।
পরিবার সুত্রে জানা যায়। দীর্ঘদিন ধরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিষয় কলহ চলছিলোম সোমবার সকালে আচমকা ননী গোপাল সরকার তার দাদা চিত্ত গোপাল সরকারের বাড়ির টিনের বেড়া ভেঙে দেয়। আর তাতেই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। চিত্ত গোপাল সরকারের স্ত্রী রমা সরকার মল্লিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ধূপগুড়ি থানায়।
অভিযোগকারী রমা সরকার মল্লিক বলেন, দীর্ঘ ধরেই ননী গোপাল সরকারের সাথে আমাদের বিবাদ চলছে। সোমবার সকালে হঠাৎ করেই সে এসে আমাদের কলের পাড়ের টিনের বেড়া ভেঙে দিয়ে যায়। আর কোনো উপায় না পেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।

মেদিনীপুরে পায়ে হেঁটে হজে যাওয়া শিহাবের শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরে জলসাতে হাজির হলেন শিহাব চতুর। তাঁকে নিয়ে কয়েক হাজার মানুষের বিশাল শোভাযাত্রা মঙ্গলবার বিকেলের পরে মেদিনীপুর শহরে। মেদিনীপুর শহর ঘুরে শোভাযাত্রা শেষ হয় তালপুকুরে। সেখানে জলসা হয় তাঁর। ভারতের কেরালা রাজ্যের জেলা মালাপপুরাম শহরে বাসিন্দা মুসলিম ওই যুবক। নাম শিহাব চতুর। তিনি ৩৭০ দিনে ৮ হাজার ৬৪০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তিনি পবিত্র মক্কায় পৌঁছে ছিলেন ২০২৩ এর জুন মাসে। এই পথ পাড়ি দিতে তিনি পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত অতিক্রম করেছিলেন। শিহাব চত্তুর কেরালার মেলাপপুরাম জেলার বাসিন্দা। শিহাব একটি সুপার মার্কেট পরিচালনা করেন। ছোটবেলা থেকেই পায়ে হেঁটে হজ করা হাজিদের গল্প শুনে বড় হয়েছেন। সেজন্য তার ইচ্ছা ছিল পায়ে হেঁটে হজ করার। ২০২২ সালের ২ জুন হজ করার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে হেঁটে মক্কায় যাওয়ার জন্য বের হন। ২০২৩ সালের জুন মাসে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌদি আরবে প্রবেশের পর শিহাব মদিনা যান।
তাঁর এই যাত্রা সফল হতেই আলোচনার শীর্ষে আসেন তিনি।

হাতির হানায় মৃত এক, বিধায়ককে কাছে পেয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতির হানায় স্থানীয় এক ব্যাক্তির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দী এলাকায়। আজ সকালে বাড়ির সামনেই হাতির হানায় মৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভূনাথ মন্ডল নামের স্থানীয় এক বাসিন্দার। খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক আলোক মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে ঘিরে বন দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার জন্য বন দফতরুকেই কাঠগোড়ায় তুলেছেন বিধায়ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দী গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতির দল রয়েছে। দলে থাকা হাতির একটা বড় অংশকে বন কর্মীরা নিজেদের নজরদারির ঘেরাটোপে রাখলেও দুটি হাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থানীয় এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ ভোরে গোপবান্দীর বাসিন্দা শম্ভূনাথ মন্ডল ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে বের হলে একেবারে দুটি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। প্রথমে হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে মাটিতে আছাড় মারে। পরে পায়ে করে পিষে দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বিধায়কের দাবী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতি রয়েছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু বন দফতর হাতিগুলিকে অন্যত্র সরানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে না। ক্ষোভ চাষীরা ক্ষতিপূরণের আবেদন জানাতে গেলেও হয়রানি হতে হচ্ছে।

স্মৃতি গঙ্গা ও মিলন মেলার উদ্বোধন ঢোসায়

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে ঢোসা অঞ্চলের হাতচারা অভয়নগর গ্রামে কেশব নস্কর স্মৃতি গঙ্গা ও মিলন মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন জয়নগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি এবং জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য তপন কুমার মন্ডল ।১৯৮৭ সালে কেশব নস্কর এবং ধর্মদাস নস্কর উভয় পক্ষের প্রচেষ্টায় এবং ব্রাহ্মণ জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী,ও প্রশান্ত চক্রবর্তীর পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৭ সালে জানুয়ারী মাসে এই মহাশ্মশানের শুভ উদ্বোধন হয়। সেই দিন থেকে কেশব নস্কর স্মৃতি গঙ্গা নামে মহাশ্মশানের নামে প্রসারিত হয়ে এসেছে।আজ ১লা মাঘ প্রতিবছর নেয় এবছর ৩৭ বর্ষ কেশব নস্কর স্মৃতি উদ্দগ্যে মিলন মেলা ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করলেন।প্রথমে ধর্মদাস নস্কর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এক মিনিটের নিরাপত্তা মাধ্যমে, তার আত্মার শান্তি পাওয়ার জন্য । প্রাক্তন সভাপতি তপন কুমার মন্ডল এই মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে বলেন, মানুষের সবচেয়ে শান্তির স্থান হল শ্মশান। আমি আমার দপ্তর থেকে এই শশ্মানের জন্য একটি স্টিল লাইটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যা কিছুদিনের মধ্যে কাজ টি হয়ে যাবে ।আরো বলেন আমি চেষ্টা করছি শ্মশানের আরো জরুরী কাজের যেগুলো প্রয়োজন যেমন শ্মশানের চারিদিকে প্রাচীরের ব্যবস্থা। বিশিষ্ট সমাজ সেবিক সুদর্শন নস্কর, এবং সমাজ সেবিকা শমিতা নস্কর (চ্যাটাজী) প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। জেলা পরিষদের ত সদস্য তপন কুমার মন্ডল ও সমাজসেবী সুদর্শন নস্কর ১০০ দুস্থ অসহায় মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় টুসুমেলা সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সুন্দরবন আদিবাসী টুসু মেলা ও সংস্কৃতিক উৎসবের শুভ সূচনা হল মঙ্গলবার বিকালে। সুন্দরবনের সন্দেশখালি মানেই আদিবাসীদের এক মাতৃভূমি। সন্দেশখালীর মানুষের মনে প্রানে জুড়ে আছে বিরসা মুন্ডা৷ আর তাই বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করে সন্দেশখালীর নেজাটে শুরু হলো সুন্দরবন আদিবাসী টুসু মেলা ও সংস্কৃতিক উৎসব। সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় ১৯ তম বছরে পা দিল এই মেলা। আদিবাসী ঝুমুর নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে ধামসা মাদলের গর্জনের মধ্য দিয়ে গর্জে উঠল আদিবাসী টুসু মেলা। প্রায় এক কিলোমিটার মিছিল করে আদিবাসী মানুষেরা শুরু করলেন এই টুসু মেলার। এদিনের মেলা উদ্বোধন উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ মণ্ডল, মেলা কমিটির কার্যকর্তা জহর মাহাতো, অশ্বিনী মাহাতো সহ একাধিক কার্যকর্তা।

ইজতেমা স্থান পরিদর্শনে সিদ্দিকুল্লাহ

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: ইজতেমা ময়দান পরিদর্শন করলেন রাজ্যের গ্রন্থগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। উল্লেখ্য মগরাহাটের রমজানিয়া মারকাজের সালানা এস্তেমা আগামী ২০ ২১ ও ২২ শে জানুয়ারি হতে চলেছে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি, মগরাহাটের কলসে জমিয়ত উলামা হিন্দের সভায় যাওয়ার আগে হলুদবেড়িয়া এস্তেমার ময়দান পরিদর্শন করে বরকতময় দোয়া করলেন মন্ত্রী তথা জমিয়ত উলামা হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য জমিয়তের মাওলানা মুফতি ইমদাদুল সাহেব, জেলা জমিয়তের সচিব মাওলানা জিয়াউল হক, মাওলানা অলিউল্লাহ, হাফিজ জুবায়ের, মুক্তি মঈনউদ্দিন সাহেব সহ মারকাজের জিম্মাদাররা।

মেধা পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন:মঙ্গলবার সোসাইটি অফিসে মুগবসান টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত মেধা নির্বাচন পরীক্ষা ২০২২ এর ফলাফল প্রকাশিত হলো। এই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭৩৩ জন। অনুপস্থিত ছিল ১৬০ জন। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় ২৩টি সেন্টারে মেধা নির্বাচন পরীক্ষা হয়েছিল বলে জানা গেছে। সম্পাদক সেখ মনিরুল আলম বলেন , ৯৫ শতাংশের ওপর প্রাপক ছাত্র ছাত্রীদের, ৫০০টাকা, ব্যাগ, মেডেল, সার্টিফিকেট, ৮০থেকে ৮৯ শতাংশ নাম্বার প্রাপককে শরৎ সমগ্র, মেডেল, সার্টিফিকেট, ৭০থেকে ৭৯ শতাংশ নাম্বার প্রাপককে সুকুমার রচনাবলী, ৬১থেকে ৬৯ শতাংশ নাম্বার প্রাপককে ৭০টাকা মূল্যের বই, সার্টিফিকেট , ৫০শতাংশের ওপর নাম্বার প্রাপককে কুইজ বই দিয়ে পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

চোখধাঁধানো যে গোলে পুসকাস পুরস্কার জিতলেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে কখনো কখনো সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে একটি মুহূর্তে। সেটি একটি ড্রিবলিং, একটি সেভ কিংবা দারুণ কোনো ট্যাকলও হতে পারে। তবে সেই দারুণ মুহূর্তগুলোর অন্যতম যে গোল করার মুহূর্ত, তা না বললেও চলে। সারা বছর বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত-অস্বীকৃত ফুটবলে অসংখ্য গোল হয়। সেই গোলগুলোর মধ্যে একটিকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার বা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড। হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফুটবলার ফেরেঙ্ক পুসকাস ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দুর্দান্ত সব গোল করার কারণেই পুরস্কারের এমন নাম বেছে নিয়েছে ফিফা।
এই পুরস্কারটি এবার উঠেছে ব্রাজিলিয়ান তরুণ গিলের্মে মাদরুগার হাতে। বোতাফোগোর এই ডিফেন্সিভ মিডফল্ডার বক্সের বাইরে থেকে চোখধাঁধানো ওভারহেড কিকে গোল করে জিতে নিয়েছেন ২০২৩ সালের জন্য বিবেচিত পুরস্কারটি। দর্শক এবং ফুটবল বিশ্লেষকদের ভোটে পুরস্কারটি জয়ের পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন স্পোর্টিং লিসবনের নুনো সান্তোস এবং ব্রাইটনের টিনএজার হুলিও এনসিসোকে। সান্তোস লিসবনের হয়ে করেছেন দারুণ এক র‌্যাবোনা গোল এবং এনসিসোর গোলটি ছিল দলগত প্রদর্শনীর পর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিঁখুত শটের গোল।
ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মাদরুগার অবশ্য গোল করার তেমন অভ্যাস নেই। পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৭ গোল। এমনকি ব্রাজিলিয়ান লিগের সিরি বিতে বোতাফোগোর হয়ে নোভোরিজোনতিনোর বিপক্ষে করা গোলটিই ছিল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে করা তাঁর একমাত্র গোল। অথচ সেই গোলটিই কি না মাদরুগার হাতে তুলে দিল সারা জীবন মনে রাখার মতো এক পুরস্কার।
সেদিন বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গিয়েছিল বোতাফোগো। বক্সের ভেতর থেকে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় হেডে বল ক্লিয়ার করলে সেটি বক্সের বাইরে চলে আসে। এরপর বল মাটিতে পড়ার আগে লেগে থাকা মার্কারকে ছিটকে সেখান থেকেই ওভারহেড কিক নেন মাদুরগা। গোলরক্ষক পিছিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলের নাগাল পাননি। আর আকস্মিক করা এই গোলটিই মাদরুগার হাতে তুলে দিয়েছে বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। এদিন পুরস্কার হাতে মঞ্চে এসে আবেগাপ্লুত হয়েছেন এই তরুণ ব্রাজিলিয়ান।
নিজের পুরস্কার জেতার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'ম্যাচের পর আমি গোলের ভিডিওটি আবার দেখি এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে কী করেছি। আমার ভাই এবং আমি একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তাকে বলেছি, "ভাই, এটা কি আমিই করেছি?"'

আবারও ফিফার 'দ্য বেস্ট' মেসি

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তিতে গত বছরের ফিফা 'দ্য বেস্ট' হয়েছিলেন লিওনেল মেসি। ভাবা হয়েছিল, এবার শিঁকে ছিঁড়বে ট্রেবল জয়ী (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইংলিশ লিগ ও এফএ কাপ) আর্লিং হালান্ডের। কিন্তু না, বিশ্বের প্রতিটি দেশের কোচ, অধিনায়ক, সাংবাদিক এবং সমর্থকদের ভোটে টানা দ্বিতীয়বারের মত এবারও ফিফার 'দ্য বেস্ট' মেসি।
২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে ২০২৩-এর আগস্ট- এই সময়টার মধ্যেই সেরা পারফর্মার বেছে নেওয়া হয়েছে এবারের ফিফা 'দ্য বেস্ট' এর ক্ষেত্রে।
তাতে লিগ ওয়ান জিতে আমেরিকায় পাড়ি জমানো মেসির চেয়ে নরওয়েজিয়ান তারকা হালান্ডকেই এগিয়ে ধরেছিলেন সবাই। ভোটে অবশ্য সমানে সমানে লড়াই হয়েছে দুজনের মধ্যে। দুজনের মোট পয়েন্ট সমান হয়ে গিয়েছিল। কোচ, অধিনায়ক, সাংবাদিক ও সমর্থকরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেছেছেন। প্রতিটি অবস্থানের জন্য ছিল পয়েন্ট। সেই পয়েন্টই সমান হয়ে যাওয়ার পর সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড়ের (অধিনায়কের) তালিকায় যিনি প্রথম ছিলেন, তাঁর হাতেই উঠেছে 'দ্য' বেস্ট'। মেসি অবশ্য লন্ডনের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না। তাঁর হয়ে পুরস্কার নিয়েছেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক থিয়েরি অঁরি।
মেসি, হালান্ডের সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপ্পেও ছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়। তিনি হয়েছেন তৃতীয়। তবে হালান্ড সেরা খেলোয়াড় না হলেও বর্ষসেরা কোচ হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গার্দিওলা। এমনকি সেরা একাদশেও ট্রেবলজয়ী ম্যান সিটির খেলোয়াড়দের জয়জয়কার। ১১ জনের ৬ জনই যে সিটির।
৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসি এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় ও সব মিলিয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে তৃতীয়বারের মত জিতলেন এ পুরস্কার। ফিফা

গত বছর ব্যাংকে ছিল ১ লাখ, এক ম্যাচ জিতেই পাচ্ছেন ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা

আপনজন: প্রথম যেবার কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলেছিলেন সুমিত নাগাল, প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন রজার ফেদেরারকে। ২০১৯ সালের ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডের ওই ম্যাচে হারলেও প্রথম সেটটি জিতেছিলেন নাগাল। ভারতের পুরুষ টেনিসের সিঙ্গেলসের পরবর্তী তারকা ভাবা হচ্ছিল তাঁকে আগে থেকেই।
তবে নাগাল হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। আজকের আগে গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে সর্বশেষ খেলেছিলেন ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। সেটিও ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে। প্রথম রাউন্ডে হেরে যান, পরের তিন বছর কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলারই সুযোগ পাননি। কখনো বাছাইপর্বে হেরেছেন, কখনো বাধা হয়ে এসেছে চোট।
সেই নাগাল আজ ফিরিয়ে আনলেন ৩৫ বছরের পুরোনো স্মৃতি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে র‌্যাঙ্কিংয়ের ২৭ নম্বর ও টুর্নমেন্টের ৩১তম বাছাই কাজাখস্তানের আলেক্সান্ডার বুবলিককে সরাসরি সেটে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭/৫) গেমে। ১৯৮৯ সালের পর প্রথম কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কোনো গ্র্যান্ড স্লামের বাছাই প্রতিপক্ষকে হারালেন ২৬ বছর বয়সী নাগাল। ভারতের ১ নম্বর ও বিশ্বের ১৩৭ নম্বর র‌্যাঙ্কিংয়ের সুমিত অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার এসেছেন বাছাইপর্ব পেরিয়েই।
সুমিতের আগে ভারতীয় কোনো খেলোয়াড়ের এমন কীর্তি ছিল রমেশ কৃষ্ণানের। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেরই দ্বিতীয় রাউন্ডে সে সময়ের ১ নম্বর ম্যাটস ভিলান্ডারকে হারিয়েছিলেন কৃষ্ণান। তবে এ রেকর্ড ঠিক জানা ছিল না সুমিতের। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, '১০ মিনিট আগেও জানতাম না। অবশ্যই উপভোগ করছি। কারণ, এগুলো চিরস্থায়ী নয়, এর ফলে এমন মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে।'
গত বছর নাগাল ভারতে ভাইরাল হয়েছিলেন ভিন্ন একটি কারণে। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে ৯০০ ইউরোর (১ লাখ ৭ হাজার টাকা) মতো আছে, পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে জীবনযাপনই কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর। আজকের জয়ের পর দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যাওয়া সুমিত পাবেন ১ লাখ ৮০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা)। ২০২৩ সালের পুরো মৌসুমের আয় থেকেই এটি বেশি তাঁর।
স্বাভাবিকভাবেই নাগালকে আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে, 'বছরটা শুরু হয়েছিল চ্যালেঞ্জারে (বাছাইপর্ব) সুযোগ না পেয়ে, সেখানে বৃহস্পতিবার স্লামে (দ্বিতীয় রাউন্ডে) খেলব–আবেগঘন ব্যাপার। আমার দলের সঙ্গে অনেক খেটেছি এবং যেসবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো সামলাতে পেরে আমি গর্বিত। যেভাবে চাই, সেভাবে পারফর্ম করতে পেরেও গর্বিত।'
টেনিসের স্বপ্নটা টিকিয়ে রাখতে ভারত থেকে জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন নাগাল। মেলবোর্নে তাঁর সাফল্যের পর ভারতের টেনিস সংস্কৃতি বদলাবে বলেও আশা করেন তিনি, 'কেন সব টেনিস খেলোয়াড় ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে সুযোগ পেতে? আমাদের এই প্রশ্নটা তোলা উচিত। অবশ্যই সারা দিন বসে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তবে সহজ করে এককথায় বলতে বললে বলব–সিস্টেম বদলান। আর কিছু নয়।'
বিশাল অঙ্কের প্রাইজমানির ব্যাপারটিও এখনো হজম হয়নি তাঁর, 'অবশ্যই কাঁদছি না, তবে অবশ্যই এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। জানেন তো, অ্যাথলেট হিসেবে এসবের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। মাঝেমধ্যে আপনার ভালো একটি বছর কাটবে, মাঝেমধ্যে বাজে কাটবে।'
বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে নাগালের প্রতিপক্ষ চীনের জুনচেং শাং। ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে এসে তিনি হারিয়েছেন এটিপি র‌্যাঙ্কিংয়ের ৪২ নম্বর খেলোয়াড় যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডকে।

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছর নিষিদ্ধ নাসির হোসেন

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ছয় মাসের স্থগিত নিষেধাজ্ঞাসহ দুই বছরের জন্য বাংলাদেশের নাসির হোসেনকে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। তাঁর বিরুদ্ধে আনা আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী কোড ভঙ্গের তিনটি অভিযোগ নাসির মেনে নিয়েছেন বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইসিসি।
৩২ বছর বয়সী নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আইসিসি এনেছিল গত সেপ্টেম্বরে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি টি-টেন লিগে ২০২১ সালের আসরের ম্যাচে দুর্নীতির চেষ্টা করা হলেও সেটি ব্যাহত হয়–এমন জানিয়েছিল আইসিসি। নাসিরসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল আইসিসি। তাঁদের মধ্যে একমাত্র নাসিরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ছিলেন। আজকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য শুধু নাসিরকেই নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছে আইসিসি।
দুর্নীতিবিরোধী কোডের তিনটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন নাসির। আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের নিয়োগ করা দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তার ক্ষমতাবলে আইসিসি এ অভিযোগগুলো এনেছে।
এর মধ্যে ২.৪.৩ ধারায় আছে, নাসির ৭৫০ ইউএস ডলার উপহারের রসিদ নিয়োগ করা দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে উপহার আইফোন ১২ মডেলের বলে জানানো হয়েছে। ২.৪.৪ ধারা অনুযায়ী, আইফোন ১২ নেওয়ার মাধ্যমের দুর্নীতির প্রস্তাব বা আমন্ত্রণের বিস্তারিত তথ্য দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে দেননি তিনি। এ ছাড়া ২.৪.৬ ধারাও ভেঙেছেন নাসির। তাতে আছে, সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্তে কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা ব্যর্থ হওয়া।
আনুষ্ঠানিক শুনানিতে অংশ নেওয়ার বদলে অভিযোগগুলো মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাসির। শাস্তির শর্ত পূরণ করতে পারলে ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ফিরতে পারবেন বলে জানিয়েছে আইসিসি।
বাংলাদেশের হয়ে ১৯টি টেস্ট, ৬৫টি ওয়ানডে ও ৩১টি টি-টোয়েন্টি খেলা নাসির সর্বশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। গত মে মাসে বাংলাদেশে সর্বশেষ স্বীকৃত ক্রিকেট খেলেন তিনি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে। গত আগস্টে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে ইউএস মাস্টার্স টি-টেন লিগে খেলেছিলেন নাসির, যেটি টি-টেন গ্লোবাল লিগেরই অংশ।
গত আসরে বিপিএলের অন্যতম সেরা পারফরমার ছিলেন এই অলরাউন্ডার। ঢাকা ডমিনেটরসের হয়ে তিনি ১২ ম্যাচ খেলে ৪৫.৭৫ গড়ে ৩৬৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ১৪.৬ গড়ে নিয়েছিলেন ১৬টি উইকেট। তবে দুর্নীতির অভিযোগ আসার পরই নিশ্চিত হয়, শুধু বিপিএল নয়, অভিযোগ থেকে মুক্তি না পেলে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলতে পারবেন না। এখন তো আনুষ্ঠানিকভাবেই নিষিদ্ধ হলেন তিনি।

শুভ সূচনা সেনেগালের, হোঁচট ক্যামেরুনের

আপনজন: আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের (আফকন) ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। প্রতিযোগিতাটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচ শিরোপার মালিক ক্যামেরুন। দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নদের ২০২৪ আফকন মিশন শুরু হয়েছে সোমবার রাতে। সেনেগাল বড় জয়ে মিশন শুরু করলেও হোঁচট খেয়েছে ক্যামেরুন। আইভরি কোস্টের চার্লস কোনান ব্যানি স্টেডিয়ামে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে গাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারায় সেনেগালিজরা। একই ভেন্যুতে গ্রুপটির আরেক ম্যাচে গিনির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে হার এড়ায় ক্যামেরুনিয়ানরা। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে যায় সেনেগাল। অধিনায়ক সাদিও মানের অ্যাসিস্টে গোলটি করেন অলিম্পিক মার্শেই মিডফিল্ডার পাপে গুয়ে। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যাওয়া আলিও সিসের দল দ্বিতীয়ার্ধে পায় আরো দুই গোল। ৫২ এবং ৮৬তম মিনিটে দুটি গোলই করেন লিগ ওয়ান ক্লাব মেটজের তরুণ মিডফিল্ডার লামিনে চামারা। ম্যাচজুড়ে আধিপত্য দেখায় সেনেগাল। ৬৬ শতাংশ বল দখলে রেখে ১২টি শটের ৫টি লক্ষ্যে রাখে আলিও সিসের দল। বিপরীতে ৩৪ শতাংশ বল দখলে রাখা গাম্বিয়া ১০টি শটের ২টি লক্ষ্যে রাখে। দলের পারফরম্যান্সে খুশি সেনেগাল কোচ সিসে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট। আইভরি কোস্টের কঠিন কন্ডিশনে এমন দুর্দান্ত খেলা আসলে দারুণ। আমরা আমাদের কাজটা চালিয়ে যাব। কিছু জায়গায় উন্নতি করতে হবে। সব মিলিয়ে এই জয়ে খুশি আমি।'

নাদালও সৌদি আরবে

আপনজন: সৌদি আরব তাহলে কোনো কিছুই বাদ রাখছে না! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে ইউরোপ থেকে তারকাদের উড়িয়ে আনা হয়েছে। তাতে আলাদা করে নজর কেড়েছে সৌদি প্রো লিগ। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, করিম বেনজেমা, নেইমার থেকে সাদিও মানে, কে নেই! চোখ পড়েছে গলফেও। সৌদির সার্বভৌম সম্পদ তহবিল 'পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের' (পিআইএফ) অর্থায়নে পেশাদার গলফের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট পিজিএ ট্যুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এলআইভি গলফ ট্যুর চালু করেছে, যা গলফ-বিশ্বকেই দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। বিনিয়োগ করেছে ফর্মুলা ওয়ানেও।
ক্রিকেটেও সম্ভবত বাদ পড়ছে না। গত ডিসেম্বরেই ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, আইপিএলের আদলে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ভাবছে সৌদি আরব। খেলাধুলা দিয়ে বৈশ্বিকভাবে সৌদির ইমেজ বাড়ানোর এই প্রচেষ্টায় তাহলে টেনিস বাদ থাকবে কেন? না, সেটিও বাদ পড়ছে না।
গতকাল সৌদি টেনিস ফেডারেশনের দূত হিসেবে রাফায়েল নাদালের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। খেলাধুলার জগতে নিজেদের পদচারণ বাড়াতে আরও বেশি করে পেশাদার টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় সৌদি আরব। সে চেষ্টাতেও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে দেশটি। এরই মধ্যে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সৌদি আরবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সৌদি টেনিস ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তিতে ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ কিংবদন্তি নাদাল বলেছেন, 'সৌদি আরবের যেখানেই তাকান, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি দেখতে পাবেন। আমি এর অংশ হতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমি টেনিস চালিয়ে যাব, কারণ খেলাটাকে ভালোবাসি। কিন্তু নিজের খেলার বাইরে আমি চাই এই খেলাটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক। সৌদি আরব এ ক্ষেত্রে সত্যিই সম্ভাবনাময় দেশ।'
সৌদি আরবের খুদে টেনিস শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাদালসৌদি টেনিস ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট প্রায় এক বছর বিরতির পর ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে কোর্টে ফিরেছিলেন নাদাল। এরপর তাঁর চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার কথা থাকলেও ব্রিসবেনে কোয়ার্টার ফাইনালে পাওয়া চোটে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম থেকে ছিটকে পড়েন।
নাদাল এর আগে বলেছিলেন, ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে বিদায় বলার 'উচ্চ সম্ভাবনা' আছে।
২০২৩ সালটা টেনিসে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে নাদালকে নিজেদের দূত হিসেবে ঘোষণা করেছে সৌদি টেনিস ফেডারেশন। গত বছর প্রথম এটিপি ট্যুর ইভেন্ট আয়োজন করেছে সৌদি আরব।
এ ছাড়া দুটি প্রদর্শনী ম্যাচও আয়োজন করা হয়েছে গত বছর–নোভাক জোকোভিচ বনাম কার্লোস আলকারাজ এবং আরিয়ানা সাবালেঙ্কা বনাম উনস জাবির।

অরঙ্গাবাদ ব্যবসায়ী সমিতি ও স্বর্ণশিল্পী সমিতির ক্রিকেট খেলা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: অরঙ্গাবাদ ব্যাবসা সমিতি ও স্বর্ণশিল্পী সমেতির উপলক্ষে পিকনিকের মধ্য দিয়েই এলাকার দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট আবহে সম্পন্ন হলো ক্রিকেট খেলা। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সুতির আমুহা ফিডার ক্যানেল ময়দানে কার্যত টানটান উত্তেজনার মধ্যে অরঙ্গাবাদ ব্যাবসা সমিতি ও স্বর্ণশিল্পী সমেতি খেলা সম্পন্ন হয়। প্রথমে ব্যাট করে ১৬ ওভার খেলে ১০ উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান তুলতে সক্ষম হয় অরঙ্গাবাদ ব্যাবসা সমেতি। পাল্টা খেলতে নেমে ১০ ওভার এক বলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান তুলে জয়লাভ করে স্বর্ণশিল্পী সমেতির টিম। এই খেলায় ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে উপভোগ করেন উদ্যোক্তারা।
এদিন কার্যত জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শুরু হয় ক্রিকেট খেলা। সুতির আমুহা ফিডার ক্যানেল ময়দানে অরঙ্গাবাদ ব্যবসা সমিতি ও স্বর্ণশিল্পী সমেতির সদস্যরা এই খেলার উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**